অগাস্ট, ২০২৫ ৮৪

রোজকার

অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

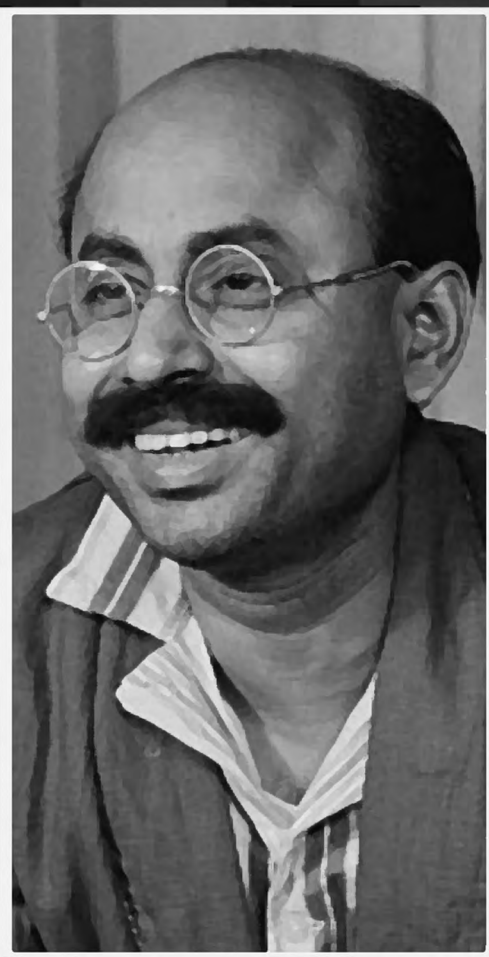

তিন বাঙালির একশো

সলিল চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক এবং সন্তোষ দত্ত

ভাইয়ের জন্য

রাখী পূর্ণিমা স্পেশাল একডজন রান্না

সম্পাদকীয়

এ মাসের সংখ্যাটি হাতে নিয়ে আপনি যেমন মাটির গন্ধ টের পাবেন, তেমনি কান পেতে শুনতে পাবেন সুরের এক অনন্ত ধারায় ভেসে যাওয়া কিছু জীবনের গল্প। এ মাসে আমরা আমাদের পাঠকদের নিয়ে যেতে চলেছি বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি, স্মৃতি ও রসনার ঘনিষ্ঠ এক ভ্রমণে।

শুরুতেই রয়েছে সুরের জাদুকর সলিল চৌধুরীকে নিয়ে এক বিশেষ প্রতিবেদন। যিনি শুধু গান রচনা করেননি, পরতে পরতে বুনেছেন এক একটি যুগের চেতনাও। পাশাপাশি 'পুতুপুতু গল্পে আমার রুচি নেই' বলেই নিজের সৃষ্টিকে জীবন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি করে তুলেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমরা ফিরে দেখেছি এক প্রতিবাদী শিল্পীর অগ্নিময় সৃষ্টিকে। এছাড়াও এই সংখ্যায় রয়েছে কিংবদন্তি অভিনেতা সন্তোষ দত্তকে নিয়ে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। যিনি কেবল ফেলুদার 'জটায়ু' চরিত্র নন, ছিলেন এক পরিপূর্ণ অভিনেতা, এক বর্ণময় উপস্থিতি।

আমরা পা ফেলেছি কুমোরটুলির ঠাকুর গড়ার অলিগলিতে। দেখেছি এবছরের প্রতিমা তৈরির হালচাল, শুনেছি শিল্পীদের স্বপ্ন আর উদ্বেগের কথা। মাটির গন্ধে ভেজা সেই স্বপ্নগাথার গল্প উঠে এসেছে 'মাটির গন্ধে স্বপ্নগাথা' শিরোনামে। এ মাসেই রয়েছে ভাই-বোনেদের এক চিরকালীন উৎসব, রাখিপূর্ণিমা। আর তাই রয়েছে ভাইয়ের জন্য, একডজন ভালোবাসার রেসিপি। সবশেষে আকাশ আট রাঁধুনির সেরা চার রন্ধনশিল্পীর রেসিপি, যাঁরা ঘরোয়া স্বাদের মধ্যে দিয়েই তুলে ধরেছেন বাঙালির রান্নার গভীরতা।

'রোজকার অনন্যা'র এই সংখ্যাটি আমরা সাজিয়েছি এমন কিছু ব্যক্তিত্ব, ঘটনা ও রুচির নিদর্শন নিয়ে, যেগুলো শুধুই পুরনো নয়, আজও আমাদের অনুপ্রেরণা, আনন্দ আর আত্মপরিচয়ের আধার। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে, স্মৃতির মৃদু আলো, সৃষ্টির দীপ্তি আর মাটির গন্ধ মেখে।

শুভকামনা সহ

দেবাশ্রী মুখোপাধ্যায়

রোজকার অনন্যা পরিবার

সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্যাশন এবং অন্দরসজ্জা
এলিজা

গ্রাফিক্স ও অলংকরণ
সৌরভ ঘোষ

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান
অভিষেক কর্মকার

একটি
দেবী প্রণাম
প্রকাশনা

যোগাযোগ

সম্পাদকীয় বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)

বিজ্ঞাপন বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)

EMAIL: rojkaranannya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অমল ঘোষ ও সুতপা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত

RNI: WBBIL/2016/64960

স্বত্বাধিকারী: অমল ঘোষ ও সুতপা ঘোষ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Follow us on :
www.shalimars.com

Shalimar's®

প্রতিটি ফোঁটায় যত্ন
আর বিশুদ্ধতার আশ্বাস

শালিমার নারকেল তেল,
যুগের পর যুগ ধরে বিশ্বস্ততার আরেক নাম।

Also available on

amazon Flipkart METRO spencer's SastaSundar app arambagh's FOOD MART Reliance more bigbasket

সূচীপত্র

রোজকার অনন্যা
রোজকার সাজ সকেজে, সাথে রোজকার রান্নাবান্না
অগাস্ট ২০২৫

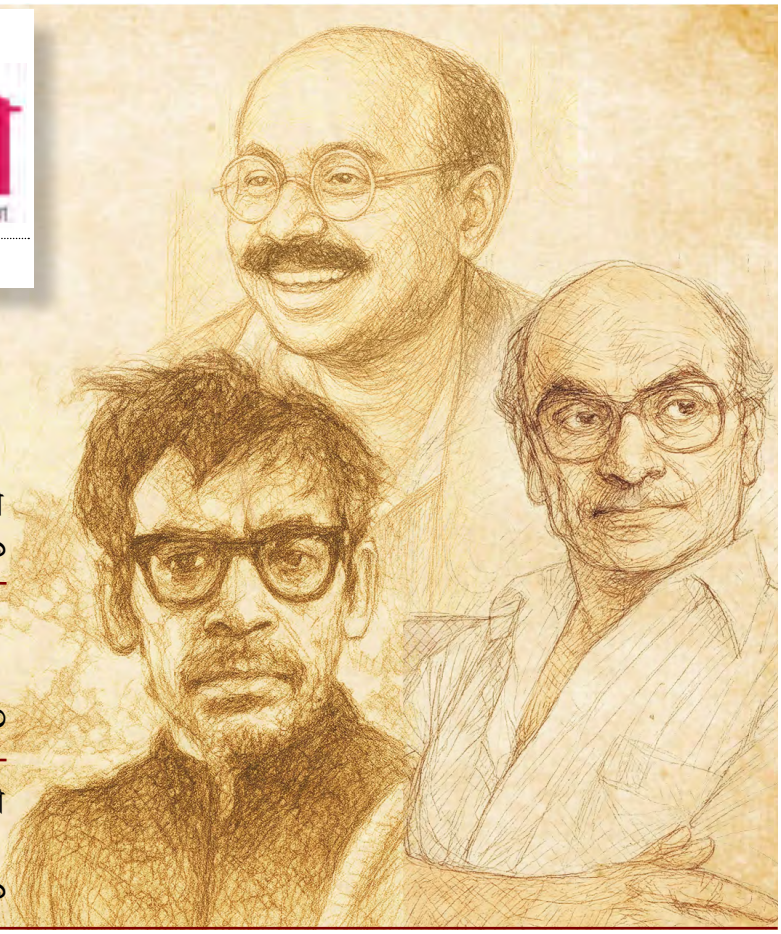

১০০

সলিল চৌধুরী: এক অনন্ত সুরের ঝরনাধারা
পত্রলেখা নাথ ৯

পুতু পুতু গল্পে আমার রুচি নেই: জীবন বাস্তবতার আর এক নাম ঋত্বিক ঘটক
পত্রলেখা নাথ ২৩

জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি: কিংবদন্তি অভিনেতা সন্তোষ দত্ত
টিম অনন্যা ৩৯

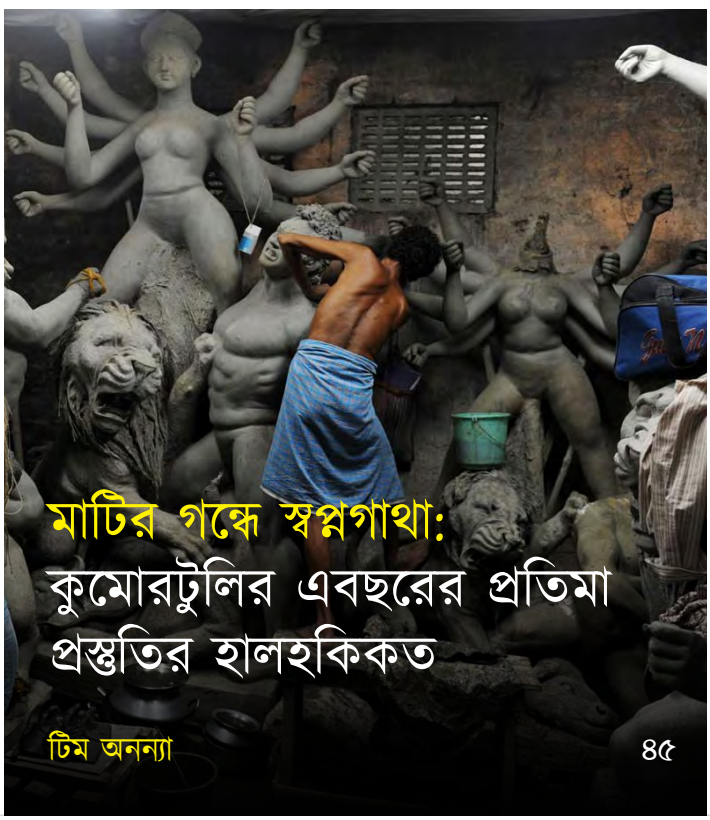

মাটির গন্ধে স্বপ্নগাথা:
কুমোরটুলির এবছরের প্রতিমা প্রস্তুতির হালহকিকত
টিম অনন্যা ৪৫

৫১

ভাইয়ের জন্য
(রাখিপূর্ণিমা স্পেশাল একডজন রান্না)
তনুজা আচার্য
ঐন্দ্রিলা ভট্টাচার্য

রাঁধুনি ৭৫

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Ethno Contemporary Collection

FROM

Mrignayani

HANDLOOM • HANDICRAFTS

mrignayanikolkata
www.mrignayanikolkata.com

M.P. GOVT. EMPORIUM

Mrignayani® | Avanti

Dakshinapan, Dhakuria Ph.: 24236715

Uttarapan, Ultadanga Ph.: 23550666

Video Call:
7439612704

১০০

পত্রলেখা নাথ

এবার বহু নামীদামি মানুষের শতবছর। কেউ একশোয় পা দেবেন। কেউবা পেরোবেন অর্থাৎ ১০১ হবে। ‘আজকের অনন্যা’র পক্ষ থেকে আপাতত বেছে নেওয়া হল তিন কিংবদন্তিকে। যাঁদের কথা বাঙালি ভোলেননি। সেই তিনি ব্যক্তি-- সলিল চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক এবং সন্তোষ দত্ত। লিখেছেন পত্রলেখা নাথ এবং টিম অনন্যা

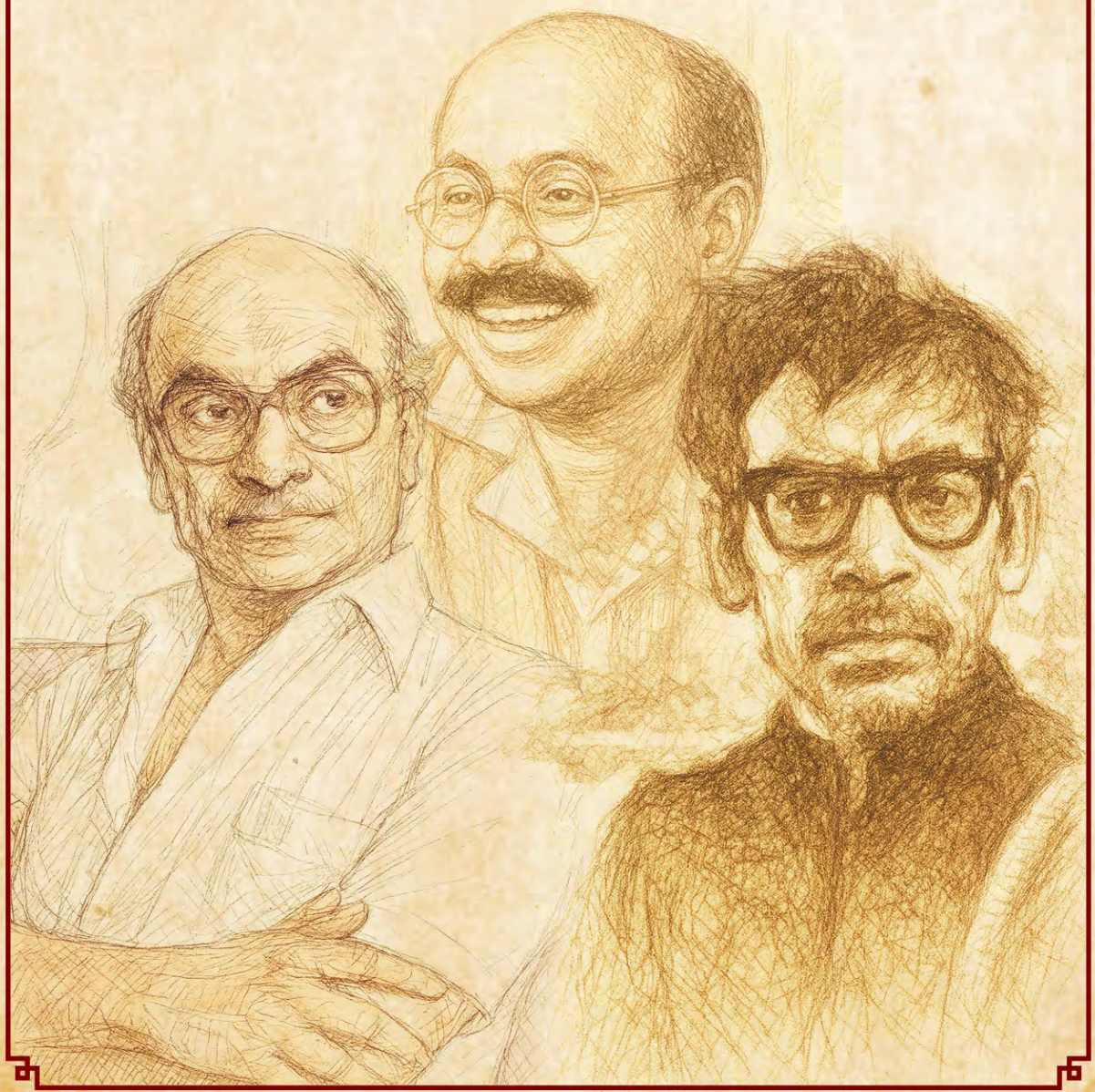

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Trusted Since
1864

tbz®
The original since 1864

RIGHT CHOICE PRICE

PRESENTING

Temple Tales

A shimmering ode to a timeless heritage

BUY MORE... GET MORE
UPTO 50% OFF
ON MAKING CHARGES OF
GOLD AND DIAMOND JEWELLERY*

ADDITIONAL
₹111/- PER GRAM OFF
ON GOLD RATE*

GET 100%
EXCHANGE VALUE ON
YOUR OLD GOLD*

KOLKATA:

5, CAMAC STREET, NEAR THEATRE ROAD (033 40064905)
NEAR PANTALOONS, KANKURGACHI (033 40052214/15/16)

For franchise inquiry, please call on 9158635000 or send email on franchisee@tbzoriginal.com

tbz®
The original since 1864

সলিল চৌধুরী:
এক অনন্ত সুরের ঝরনাধারা

সময়টা ১৯৪৫-৪৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত সারা পৃথিবী। অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে একদিকে ব্রিটিশের মতো সামন্ততান্ত্রিক শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাজ করছেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা, অন্যদিকে বাংলার বুকে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষের অভিশাপ। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে বাংলার মানুষকে একত্রিত করার জন্য ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গড়ে উঠল গণনাট্য সংঘ যার সদস্যদের মধ্যে প্রথম থেকেই ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, পণ্ডিত রবিশংকর, সলিল চৌধুরীর মত গুণীজনেরা। তখন গণনাট্য সংঘের সভা চলছে গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে সঙ্গে আইপিটিএ-র শিল্পীরা গান গাইছেন, সেই গান বাঁধছেন সলিল চৌধুরী। বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে সলিল চৌধুরীর গান মাতিয়ে তুলছে বাংলার কৃষক-শ্রমিক সহ অগণিত মানুষকে। কিন্তু বাংলা সংগীতের এলিট জগতে অর্থাৎ গ্রামাফোন কোম্পানি থেকে তখনও কোনও রেকর্ড প্রকাশ হয়নি সলিল চৌধুরীর। নাগরিক সমাজ তখনও সলিল চৌধুরীকে তেমনভাবে পায়নি। চল্লিশের দশকে ভবানীপুরের ইন্দ্র রায় রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সবে বিয়ে হয়েছে। শিল্পী হিসেবেও বেশ নাম হয়েছে। প্রতিদিন অনেকেই তাঁর এই ভবানীপুরের বাড়িতে দেখা করতে আসেন। একদিন হঠাৎই ভূপতি নন্দীর সঙ্গে উপস্থিত হলেন ২০-২২ বছরের একটি ছেলে, নাম সলিল চৌধুরী। আইপিটিএ-র হয়ে গ্রামাঞ্চলে সে অনুষ্ঠান করে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ

সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন

স্টেশন রোড, সোদপুর ▪ 2583-6149 / 8240496311

E-mail : adircpl@gmail.com

For Online Shopping

CALL US AT
9830117563 | 7003384398

VISIT AT
www.adireadymadecentre.net

FOLLOW US ON

বেড়ায় কিন্তু গ্রামাফোন কোম্পানিতে কোনও সুযোগ তার হচ্ছে না। আইপিটিএ-র সক্রিয় সদস্য হিসেবে আগে থেকেই সলিল চৌধুরীকে চিনতেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সলিল চৌধুরী বেশ কয়েকটি গান শোনালেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। তিনি বললেন, "সব ক'টা গানই ভালো কিন্তু সবই কোরাসের জন্য, সোলো রেকর্ডের মতো নয়।" বিফল মনোরথ হয়ে দরজা পর্যন্ত চলে গেছেন সলিল চৌধুরী হঠাৎ ফিরে এসে বললেন, "একটা নতুন গান করেছি এখনও পুরোটা লেখা হয়নি।" হেমন্ত বললেন, "শোনাও।" সলিল শোনালেন, 'কোনো এক গাঁয়ের বঁধু'। হেমন্ত বললেন, "কাহিনিধর্মী গান কিন্তু আরও বড় করতে হবে।" সলিল চৌধুরী উৎসাহ নিয়ে দুই দিনের মধ্যে পুরো গানটি লিখে এনে শোনালেন। হেমন্ত বললেন, "রেকর্ড করব।" কিন্তু গ্রামাফোন কোম্পানিতে কথা উঠল এসব পাঁচালি কে শুনবে? কে কিনবে? শেষে গণনাট্য সংঘের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা কোম্পানির রেকর্ডিং ইনচার্জ ক্ষিতীশ বসুর মধ্যস্থতায় গানটি রেকর্ড করতে রাজি হয় গ্রামাফোন কোম্পানি। ১৯৪৯ সাল, তেভাগা-তেলেঙ্গানায় বাংলা তথা ভারতবর্ষ উত্তাল । কমিউনিস্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ। পুলিশের খানাতল্লাশি চলছে সর্বত্র। সলিল চৌধুরী গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। প্রতিদিনই প্রায় তাঁকে ডেরা পাল্টাতে হচ্ছে পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গানটি যেদিন রেকর্ড করলেন সেদিন উপস্থিত থাকতে পারলেন না সলিল। পরে সেই গানের রেকর্ড শুনলেন সন্দেশখালিতে বসে পার্টির গোপন ডেরা থেকে। ১৯৪৯-এর এইচএমবভি-র শারদ অর্ঘ্যে 'কোনো এক গাঁয়ের বঁধু' গানটা প্রকাশ পেল। এরপর মানুষের আবেগ আর ধরে রাখা গেল না। ভীষণ জনপ্রিয় হল গানটি। সলিল চৌধুরীর কথা সুর ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ জয় করে নিল মানুষের মন। পর পর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি তাঁকে কালজয়ী সংগীত

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

স্রষ্টা রূপে প্রতিষ্ঠিত করল। এই একটি গানই তাঁকে এক ধাক্কায় প্রথম সারিতে এনে দেয়। তারপর আর কখনও পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি সলিল চৌধুরীকে। গাঁয়ের বঁধুর পর অবাক পৃথিবী, বিদ্রোহ আজ, রানার, নৌকা বাওয়ার গান, ধান কাটার গান পর পর একের পর এক সৃষ্টি হল তাঁর হাতে।

সলিল চৌধুরী জন্ম ১৯২৫ সালের ১৯ নভেম্বর রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলের গাজিপুরে। পিতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী আসামের লতাবাড়ি চা-বাগানে ডাক্তারি করতেন। মা বিভাবতী দেবী। ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ রাজত্ব চলছে। আসামে থাকাকালীন একদিন চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজার জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরীকে 'কাম হিয়ার ডার্টি নিগার' বলে সম্বোধন করেন। জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী এই কথার উত্তরে সেই সাহেব ম্যানেজারের মুখে সপাটে ঘুসি মারেন। এই ঘুসির আঘাতে সাহেব ম্যানেজারের তিন তিনটে দাঁত পড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরীর ওই অঞ্চলে ডাক্তারি করা অসুবিধে হয়ে পড়ে। তিনি রাতারাতি জলের দরে সব জমি বাড়ি বিক্রি করে শুধুমাত্র একটি কলের গান, গ্রামাফোন ও শ'খানেক সিম্ফনির রেকর্ড নিয়ে আসাম ছেড়ে চলে আসেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী ছিলেন

দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাকলেও তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এক দেশপ্রেমিকের জীবনযাপন করতেন। গান্ধীজির সত্যাগ্রহের সময় এই জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী তিনটি ট্রাক ভর্তি দামি স্যুট পুড়িয়েছিলেন এরকম জানা যায়। ছোটবেলা থেকে বাবার এই মনোভাব প্রভাবিত করেছিল সলিলকে। ছোটবেলার কিছু সময় তাঁর আসামে কাটে। তাঁরা□চার বোন তিন ভাই। এর মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন সলিল চৌধুরী। আসাম থেকে ফিরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রামে যেটি কোদালিয়া নামে পরিচিত ছিল সেখানে মামার বাড়িতে তাঁর ছোটবেলা কেটেছে। সুভাষগ্রামে হরিনাভি বিদ্যাভূষণ অ্যাংলো স্যাংস্কৃট (ডিভিএসএস) স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং আইএফসি পরীক্ষায় পাশ করেন সলিল চৌধুরী। ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। এরপর ভর্তি হন বঙ্গবাসী কলেজে। ছোটবেলা থেকেই বাঁশি বাজাতে পারতেন। একটু বড় হলে দাদা নিখিল চৌধুরীর অর্কেস্ট্রার দল ‘মিলন পরিষদ’-এ যোগ দেন। কান ছোটবেলা থেকেই তৈরি ছিল দাদার অর্কেস্ট্রার দল তাঁর প্রতিভাকে আরও শাণিত করেছিল। নানারকম যন্ত্রসংগীত তিনি সহজেই বাজাতে পারতেন। পিয়ানো ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় যন্ত্রসংগীত। বহু গান তিনি পিয়ানোতেই সুর দিয়েছিলেন। তবে তিনি প্রথাগতভাবে কোনও সংগীত গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করেননি। বলতেন তাঁর গুরু রেকর্ড, রেডিও টেলিভিশন প্রোগ্রাম ও আন্তর্জাতিক সংগীত। প্রভাবিত হয়েছিলেন মোৎজার্ট, বিটোভেন এবং বাখ-এর মতো সুরস্রষ্টাদের দ্বারা। কলেজে পড়ার সময় বামপন্থী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত আইপিটিএ-এর জন্য নিয়মিত গান রচনা শুরু করলেন, প্রয়োজনে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। তেভাগা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তেভাগা-তেলেঙ্গানা,পঞ্চাশের মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সলিল চৌধুরীর মনে প্রভাব ফেলেছিল। তার প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর রচিত প্রতিবাদী গানের মধ্যে দিয়ে। সুভাষগ্রামে মজে যাওয়া বিদ্যাধরী নদীর সংস্কারের দাবির আন্দোলনে সলিল চৌধুরী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বেনারসী • কোসাসিল্ক • কাঞ্জীভরম • আসাম সিল্ক • মাদুরাই • সিল্ক • ইক্কত • পৈঠানী • গাদোয়াল • জামদানী • বোমকাই • তাঁত • পাঞ্জাবী • লেহেঙ্গা • শাল

বড়বাজারঃ 70, পন্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট- ফোন– 7044092000 • 208, এম.জি. রোড- ফোন –8420070959
গড়িয়াহাটঃ ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে – ফোন– 7044088408, বেহালাঃ 363, ডায়মন্ড হারবার রোড, 14 নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে, ফোন – 8981006500
কাঁচড়াপাড়াঃ বাগ মোড়, হালিশহর – ফোন - 7044062000, বারাসাতঃ হরিতলা মোড় - ফোন - 7044050137
বর্ধমানঃ মিউনিসিপ্যাল বয়েজস্কুলের পাশে- ফোন – 8101707778, কৃষ্ণনগরঃ কোতোয়ালী থানার বিপরীতে – ফোন - 8373052387
তমলুকঃ পদুমবসান, IDBI ব্যাঙ্কের বিপরীতে- ফোন - 9547373451
মেদিনীপুর টাউনঃ বড়বাজার চক, বিজয় কৃষ্ণ কালী এ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স–এর পাশে, ফোন - 81700 11506
কাঁথিঃ রূপশ্রী বাইপাস, বি. সরকার জহুরীর পাশে, ফোন - 9046931513

Shop Now : www.priyagopalbishoyi.com

মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা অঞ্চলের রাজপুর-সোনারপুর বারুইপুরের খেপুদা, নিত্যানন্দ চৌধুরীর মতো কমিউনিস্ট নেতার হাত ধরে সলিল চৌধুরীর এই আন্দোলনে নেমে পড়া। ১৯৪৫ সালে রংপুর ছাত্র সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের বিচার প্রসঙ্গে সলিল লিখেছিলেন, তাঁর প্রথম গণসংগীত 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা'। কৃষক আন্দোলনে তাঁর কলমে উঠে এসেছিল 'হেই সামালো হেই সামালো' যে গানটি বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক।

'ঢেউ উঠেছে/ কারা টুটেছে/ আলো ফুটেছে/ প্রাণ জাগছে জাগছে জাগছে', যে গানটি একটা সময় বেশিরভাগ মিছিলে গাওয়া হতো সেই গানটি সলিল চৌধুরী কীভাবে তৈরি করেছিলেন তার একটা ইতিহাস আছে। সলিল চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'কমরেড বীরেন মিশ্র আমাকে ডেকে পাঠালেন। গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে সারা আসাম উনি পরিক্রমা করবেন বিভিন্ন স্টেশনে রেল শ্রমিকদের মিটিং করে করে। আমাকে সঙ্গী হতে বললেন, প্রত্যেক মিটিংয়ের আগে রেল শ্রমিকদের সংগ্রামের ওপর গান লিখে আমায় গাইতে হবে। একটা ইঞ্জিনের লাগোয়া বগিতে চেপে শুরু হল বীরেনদার সঙ্গে আমার যাত্রা। সাথী শুধু আমার সিংগল রিডের হারমোনিয়াম '। ওই হারমোনিয়াম কাঁধে করে রেলের চাকার শব্দের ছন্দে রচিত হয়েছিল সেই বিখ্যাত 'ঘুম ভাঙার গান।' ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘটের ঠিক আগের দিন ময়দানে বিশাল সমাবেশে গানটি গাওয়া হয়েছিল। সলিল চৌধুরীর রচিত বা সুর সংযোজিত গানের সংখ্যা সব ভাষা মিলিয়ে প্রায় ১১০০-১২০০। বাংলায় এই সংখ্যা ৫৫০ এর মতো। এর মধ্যে গণসংগীত, রিমিক্স বাদ দিলে শ'চারেক গান বেসিক ও সিনেমায় মিলিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। সলিল চৌধুরীর রচিত কৃষক আন্দোলন এবং তেভাগা আন্দোলনের গান রয়েছে মোটামুটি ছয়টি। তবে সেই সময় রচিত আরও অনেক গানে তেভাগা আন্দোলনের কথা উঠে এসেছে। এইসব গানগুলিকে সলিল চৌধুরীর 'চেতনা ও জাগরণের গান' বা 'ঘুম ভাঙানোর গান' বলে উল্লেখ করেছিলেন। কৃষক আন্দোলনের সূচনা পর্বে সলিল চৌধুরীর রচিত একটি গান বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। যদিও তেভাগা আন্দোলন তখনও শুরু

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

MENSWEAR
WOMENSWEAR
KIDSWEAR
TEENSWEAR

Bhaskar Sriniketan

SUITING SHIRTING
RUBIA
DRESS MATERIAL
BED SHEETS

STORE ▶ BEHALA

Grace
Redefined

#PujoCollections

+91 89103 75304 / 89100 77945 www.bhaskarsriniketan.com bhaskarsriniketanbehala

হয়নি। গানটি হল
‘উর-র তাকা তাকা তাকা তাকা
তাঘিনা তাঘিনা ঘিনা ঘিনা রে
উর-র জাগা জাগা জাগা
জাঘিনা জাঘিনা ঘিনা ঘিনা রে
গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজে
তাতা থৈথৈ মনের ময়ূর নাচে
আষাঢ়ে বরষা এলো
পরশে তারি রুক্ষ মাটি সরস হল রে
আয় লাঙ্গল ধরি মোরা লাঙ্গল চালাই
আয় ফসল বুনি মোরা ফসল ফলাই
আয় আয়রে আয়’।
কৃষকদের মনে ভরসা জাগানোর গান। গণনাট্য সংঘের প্রথমদিকের এই গানটি। গানের সুরের তালে তালে কৃষকরা যেন ধান বপণের ছন্দ খুঁজে পেয়েছিল। এই গানটির হিন্দি সংস্করণ ব্যবহৃত হয় হিন্দি ছবি ‘দু বিঘা জমিন’-এ। সেখানেও সুরারোপ করেছিলেন সলিল চৌধুরী। বিদ্যাধরী নদীর বানভাসি অঞ্চলে কৃষকদের ওপর অন্যায়ের প্রতিবাদে সলিল চৌধুরী গান লিখলেন এবং লোকগানের সুরে সুরারোপিত করলেন গানটি
‘দেশ ভেসেছে বানের জলে ধান গিয়েছে মরে
কেমনে বলিবো বন্ধু পরানের কথা তোরে’
তেভাগা আন্দোলনের সময় তিনি রচনা করলেন আরেকটি বিখ্যাত গণসংগীত
কৃষক সেনাদের মুষ্টি তোলো আকাশে
যুদ্ধের ডাক শোন ওই
তালে তাল একসাথে ডান বাম
একতারই হিম্মতে বলিয়ান’
তেভাগা আন্দোলন একটি গান সলিল চৌধুরীর রচনা করেছিলেন
ও ভাই চাষী ক্ষেতের মজুর,যতেক কিষাণ কিষাণী (সজনী)
এই বেলা নাও তেলেঙ্গানার পথের নিশানী।
এইরকম আরও কিছু গণসংগীতের কথা এখানে অধরা থেকে গেল যেগুলি সে সময় স্বদেশী গানের উত্তরসূরি রূপে বাংলার মানুষের ওপর অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল ও কৃষক শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা অনুপ্রেরণার দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।
তাঁর সংগীত জীবনের মাঝে দু’এক কথায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও কিছুটা বলতে হয়। কলকাতায়

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

থাকাকালীন ভবানীপুরে পূর্ণ সিনেমার পিছনে গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্যের কন্যা আশুতোষ কলেজের ছাত্রী জ্যোতিকে তিনি ফিলোজফি পড়াতেন। সেখান থেকেই দুজনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালে জ্যোতিকে বিয়ে করেন সলিল চৌধুরী। জ্যোতি চৌধুরী পরবর্তী সময়ে চিত্রশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এই সময় মুম্বইয়ে তৎকালীন বম্বেতে সলিল চৌধুরীর ডাক পড়ে। তাঁর লেখা 'রিক্সাওয়ালা' গল্প অবলম্বনে তৈরি হয় 'দো বিঘা জমিন'। সলিল চৌধুরী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মুম্বইয়ের বান্দ্রায় সংসার পাতলেন। সেখানেই তাঁদের তিন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়,অলকা তুলিকা, লিপিকা। 'দো বিঘা জমিন' এবং ১৯৫৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'মধুমতী' সলিল চৌধুরীকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেয়। এই সময়ই শিল্পী সবিতা চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়েই সবিতা চৌধুরীকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই পুত্র সুকান্ত, সঞ্জয় এবং দুই কন্যা অন্তরা, সঞ্চারী। 'দো বিঘা জমিন'-এর পর বহু বাংলা ও হিন্দি ছবিতে সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন সলিল চৌধুরী। সংগীত পরিচালনা করেছেন ৭৫টির বেশি হিন্দি ছবি এবং ৪১টি বাংলা ছবিতে। নিজে গান গেয়েছেন বেশ কিছু ছবিতে যেমন 'দো বিঘা জমিন', 'জাগতে রহো', 'অপরাধী কৌন, 'মধুমতী', 'পরখ', 'উসনে কাহা থা', 'কাবুলিওয়ালা', 'মেম

দিদি', 'হাফ টিকিট', 'প্রেমপত্র', 'পুনম কি রাত', 'সারা আকাশ', 'আনন্দ', 'আনন্দিতা', 'ছোটি সি বাত', 'আখরি', 'বদলা', 'দ্য নেমসেক'।

একজন পরিপূর্ণ স্রষ্টা বলতে যা বোঝায় সলিল চৌধুরী ছিলেন তাই। গান রচনা, সুরারোপ, গান গাওয়া, সংগীত পরিচালনা, যন্ত্রসংগীত বাজানো সবদিক থেকেই তিনি ছিলেন পারদর্শী। শুধু বাংলা বা হিন্দি ছবি নয় মালয়ালম ভাষায় ২৭টি ছায়াছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন। বেশকিছু গানও লিখেছিলেন মালায়ালাম ভাষাতে। সাতটি তামিল ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন, এছাড়া কানাড়া, তেলুগু, ওড়িয়া অসমিয়া, মারাঠি ও গুজরাতি ভাষার ছবির সংগীত পরিচালনা হয়েছে তাঁর হাতে। তাঁর লেখা অসামান্য গদ্য বাংলার পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। 'ড্রেসিং টেবিল' গল্পটি তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ১৯৪৮ সালে ' পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'শপথ' প্রকাশিত হলেও কেউ তাঁকে সেসময় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। অনেক পরে তিনি নিজেই দেখেছেন তাঁর কবিতা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঠ হচ্ছে। লোকেরা প্রশংসা করছে। অথচ সে সময় তিনি কবিতা লিখেছেন নিজের খেয়ালে। কখনও ছেঁড়া পাতায়, পরিত্যক্ত খামে, মেনু কার্ডের গায়ে, প্লেনে দেওয়া কাগজের রুমালে। তার কিছু হারিয়ে গেলেও বাকিগুলো যত্ন করে রেখেছিলেন স্ত্রী সবিতা চৌধুরী। এমনিই হারিয়ে যাওয়া কবিতা 'আমি'-র একটু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল।

৪ জুন ১৯৭৫ সালে কবিতাটি লিখেছিলেন সলিল চৌধুরী। পরবর্তী কালে ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত 'সলিল চৌধুরীর কবিতা' কাব্যগ্রন্থে এগুলি সংকলিত হয়েছিল।

কবিতার নাম

'আমি'

আমাকে দেখতে ঠিক আমার মত নয়
ওদের আমি বলেছিলুম
ওরা কেউ বিশ্বাস করেনি, তুমিও করনি।
তাই একদিন সকালে
আমি একটা বিরাট গাছ হয়ে
নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম।
এক ঝাঁক পাখিকে ডেকে পাঠালুম,
ওরা আমার ডালে বসে
'সিম্ফনি' বাজাবে বলে।
তুমি যখন চান করতে আসবে
তোমাকে শোনাবো বলে।

তুমি এলে
আমার ছায়ায় খানিক
অন্যমনস্ক বসে রইলে
ওরা সবাই গাইলো
আমি কত শির শির করে
পাতা নাড়লুম, ফুল ঝরালুম
তুমি জল ভরে চলে গেলে
আমাকেই চিনতে পারলে না
হায়রে দু:খ।

ওই যে আয়নার সামনে
চুল আঁচড়াচ্ছে নিজেকে দেখছে
দাঁড়িয়ে নাকের উপর একটা খিমচানো কালো দাগকে
ঘষে ঘষে তোলার চেষ্টা করছে
গোঁফের কয়েকটা সাদা চুলকে
কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে
বয়সকে ব্যাক্ গিয়ারে নেবার চেষ্টা করছে
ও লোকটা যে আমি নই
একথা কাউকে বোঝাতে পারলুম না'।

অভিনেতা হিসেবেও এতোটুকু পিছিয়ে ছিলেন না সলিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ছাত্র ফেডারেশন স্কোয়াডে অসমে তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা নাটক 'জাপানকে রুখতে হবে' এবং পরবর্তী কালে 'মণিপুর' নাটকে অভিনয় করেন। শিক্ষক আন্দোলনের ওপর তাঁর নিজের লেখা প্রথম নাটক 'সংকেত'। তাঁর আরও দুটি নাটক 'জনান্তিক' ও লেডি গ্রেগরির 'দ্য রাইজিং অফ দ্য মুন' অবলম্বনে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

WWW.8POURE.IN
HELPLINE : 9830906302 / 9830424928 WHATSAPP : 9674678024
INDIA'S FIRST ONLINE SAREE STORE'S SIGNATURE OUTLET
P8 TAGORE PARK, R.N TAGORE ROAD, KOLKATA 700056
(NEAR BARANAGAR METRO STATION)
/POURE8
/8POURE
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

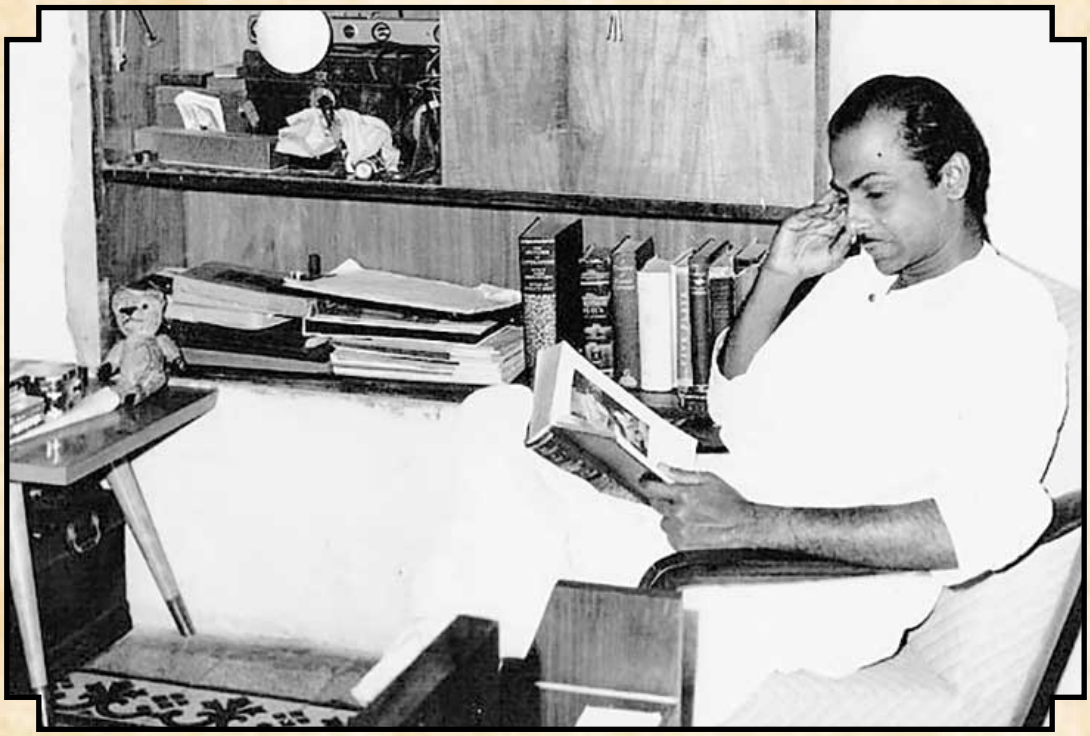

‘অরুণোদয়ের পথে’, তাঁর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নাটক ‘আপনি কে? আপনি কী করছেন? আপনি কী করতে চান?’ এটি থিয়েটার ইউনিট রংগনায় মঞ্চস্থ করেছিল। ভার্সেটাইল প্রতিভা বলতে যা বোঝায় সলিল চৌধুরী ছিলেন তাই। বাংলা তথা আপামর ভারতবাসীর মন জিতে নিয়েছিলেন সলিল চৌধুরী। তাঁর সুরের রকমারি বৈচিত্র সহজেই তাঁকে অন্য সকল সুরকার ও সংগীত পরিচালকের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করে দিয়েছিল। ভারতীয় রাগরাগিনী ও পাশ্চাত্য সংগীতের সংমিশ্রণে এক নতুন রিদেমিক সুর সৃষ্টি তাঁর অনন্য প্রতিভার উদাহরণ। মোৎজার্ট, সিম্ফনি রাশিয়ান বা হাঙ্গেরিয়ান সুরের চলন, কোথাও ভারতীয় লোকসংগীত কোথাও বা বিদেশি লোকসংগীতকে ভেঙে নতুন নতুন সৃষ্টি তাঁর মৌলিকত্ব গড়ে তুলেছিল। তাই তাঁর সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সেন, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে অজস্র হিট গান উপহার পেয়েছে ভারতবাসী বিশেষত বাঙালি। ১৯৯৫ সালে ৫ সেপ্টেম্বর প্রয়াণ ঘটে এই বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী মানুষটির। বহু পুরস্কার তাঁর ঝুলিতে, ১৯৬৫ সালে ও ১৯৫৮ সালে ‘মধুমতী’ ছবির জন্য পান ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড, আলাউদ্দিন পুরস্কার পান ১৯৮৫ সালে, সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার পান ১৯৮৮-তে। ২০১২ সালে মরণোত্তর পুরস্কার মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মান পেয়েছিলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তিনি এক্সপেরিমেন্ট থেকে দূরে সরে যাননি। বিশ শতকে এসে ডিজিটাল প্রযুক্তি যেভাবে সংগীতজগতকে একটা নতুন পথে চালিত করছিল, সেই চলনকে তিনি রপ্ত করতে চাইছিলেন। কলকাতায় নিজস্ব স্টুডিয়োতে শুরু করলেন ডিজিটাল মাধ্যমের নিজস্ব সাংগীতিক ভাষা তৈরির কাজ। কিন্তু মৃত্যু বিরতি টানলো। ভারতীয় সংগীতজগৎ এক অজানা সৃষ্টির মোড়ক উন্মোচনের অপেক্ষায় আজীবন দাঁড়িয়ে রইল।

পত্রলেখা নাথ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Authentic
Bengal Handlooms,
straight from
the Loom
A FIRM OF MORE THAN 100 YEARS
bnd
Biswambhar Nag Das & Co.
TANGAIL
BALUCHORI
DHONIAKHALI
SHANTIPURI
LILEN
MOTKA
BHAGALPURI
KOTKI
KANTHA
PRINT
BAHA
WHOLESELLER
ENQUIRY
033 22729030
Biswambhar Nag Das & Co:
67, Burtolla Street, Burrabazar, Kolkata 700007

পুতু পুতু গল্পে আমার রুচি নেই: জীবন বাস্তবতার আর এক নাম

ঋত্বিক ঘটক

‘একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের দেখা হল, এ ধরনের পুতু পুতু গল্পে আমার রুচি নেই। আমি আপনাদের ঘা দেব এবং বোঝাবো, এ কাহিনি কাল্পনিক নয়। বলব, চোখের সামনে যা দেখছেন তার অন্তর্নিহিত বক্তব্য, আমার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করুন। যদি সচেতন হন এবং আমার উত্থাপিত প্রতিবাদটি উপলব্ধি করতে পারেন, তবে বাইরে বেরিয়ে বাস্তবকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলেই সার্থক আমার ছবি করা।’ এই বাস্তবতার কাহিনি ঋত্বিক ঘটকের প্রতিটি ছবির মূল উপজীব্য। দেশ বিভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু সমস্যা, নাগরিক জীবনের জটিলতা ঋত্বিক ঘটক প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে। সমস্যার মধ্যে থেকে তাকে উপলব্ধি করে শিল্পে তার বাস্তবায়ন, জীবনের বাস্তবতা এবং শিল্পের বাস্তবতার সমন্বয় প্রকাশ তাঁর চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছিল। তারা দর্শকদের সরাসরি প্রশ্ন করে, প্রতিবাদ করে দর্শকদের ভাবতে বাধ্য করে, এই স্ট্রাইকিং মোশানের আরেকনাম ঋত্বিক ঘটক, বাংলা সাংস্কৃতিক জগতের এক অবিচ্ছেদ্য নাম। কিন্তু তাঁর জীবতাবস্থায় বাংলা শিল্প-সাংস্কৃতিক জগৎ কতখানি তাঁর মূল্য দিয়েছিল? সমসাময়িক□রাজ্যে থাকা ক্ষমতাধীন সরকার কতখানি তার মূল্যায়ন করেছিলেন সে প্রশ্নের দাবি রাখে! ধ্রুবতারার মতো আবির্ভূত হয়ে মাত্র ৫১ বছর বয়সে তাঁর

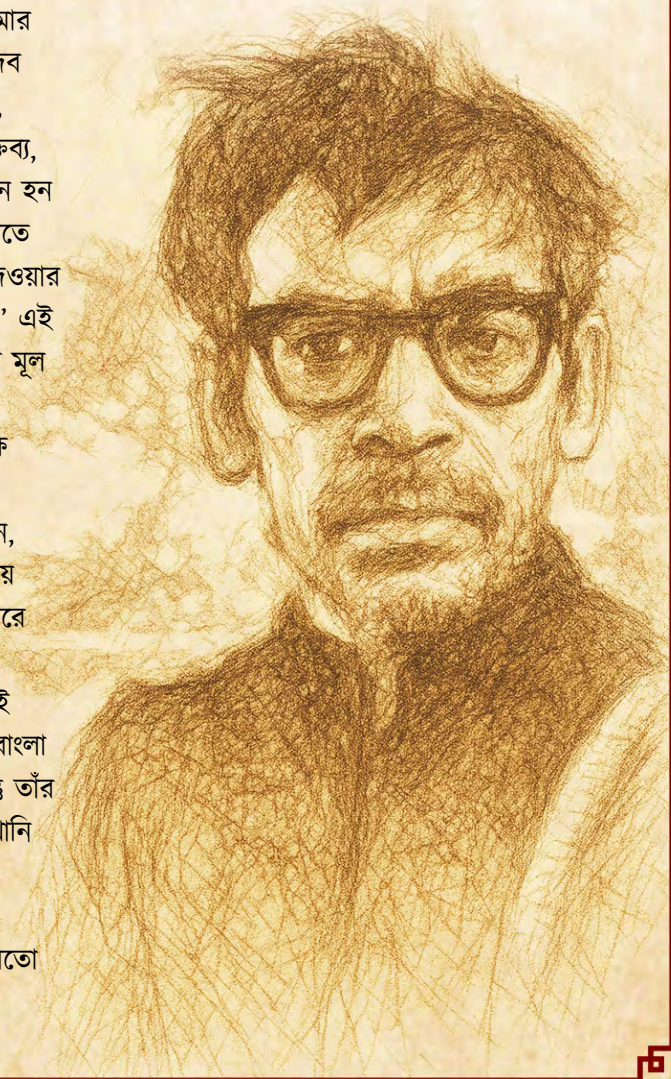

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Symbol of purity

Institution Code : KVIC/CKMC/WB/185

KHADI SILK EMPORIUM

Shop No. G-95 to 97, Dakshinapan Shopping Complex
2, Gariahat Road (South), Dhakuria, Kolkata 700068 **Phone: 033 40073809 / 9433245612**
A.C Market : Shop no. F-2/3, 1 no. Shakespeare Sarani, Kolkata-71, **Ph : 033 4004 7628**
Uttarapan Market- Shop no. F-24, **Ph : 2355 1188**

WOMENSWEAR : SILK SAREES, COTON SAREES, KURTIS, PALAZO, SALWAR KAMEEZ, DESIGNER BLOUSE, DRESS MATERIALS

MENSWEAR : SHIRT, PUNJABI, KURTA

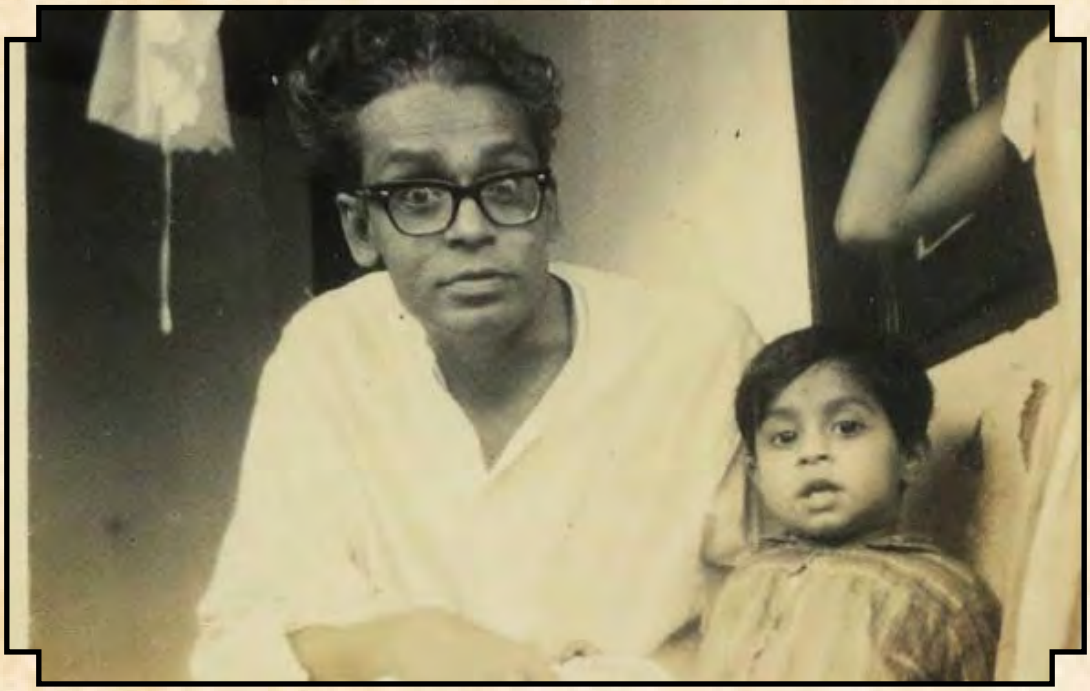

জীবনপ্রদীপ নিভে গেল।

১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর রাজশাহি শহরের মিয়াঁপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন ঋত্বিক ঘটক। বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন একাধারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্যদিকে কবি নাট্যকার। মা ইন্দুবালা দেবী। ছেলেবেলায় অধ্যাপক দাদা মনীশ ঘটকের সঙ্গে তিনি বেশ কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন পরে ফিরে গিয়ে ময়মনসিংহের মিশন স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোরের একটা বড় অংশ কেটেছিল রাজশাহির পৈতৃক বাড়িতে। দেশ বিভাগের পর তাঁরা একরকম নিঃস্ব হয়েই কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় বালিগঞ্জ স্কুলে ভর্তি হন। এরপর ১৯৫৮ সালের বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন। এম এ পড়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হলেও কোর্স সম্পূর্ণ না করেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। কারণ, তিনি মনে করতেন ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে লেখক হওয়া জরুরি। সে সময় 'দেশ', 'শনিবারের চিঠি' বিভিন্ন প্রথম সারির পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। পত্রিকার পাশাপাশি মঞ্চকে তিনি অস্ত্র হিসাবে বেছে নেন।

১৯৪৮ সালে ঋত্বিক ঘটক লেখেন 'কালোসায়র' নাটকটি। ১৯৪৩ সাল, ইংরেজ ও কালোবাজারি ষড়যন্ত্রের শিকার গোটা বাংলা। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির অত্যাচার, বহির্বিশ্বের অস্থিরতা ও ভয়ংকর মন্বন্তরে পর্যুদস্ত বাংলা। একটু ফ্যানের আশায় শহরের দোরে দোরে ভিক্ষে করছেন গ্রামের নিরন্ন মানুষ। এই সময় প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীরা গড়ে তুললেন গণনাট্য সংঘ। গান, নাটক বিভিন্ন গণসংগীত এর মাধ্যমে মানুষকে একত্রিত করতে লাগলেন।

এই সংগঠনের প্রথম সারিতে ছিলেন শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, উৎপল দত্তের মতো দিকপালেরা। ১৯৪৬ সালে ওপার বাংলা ছেড়ে□কলকাতায় চলে এসেছিলেন ঋত্বিক। যুক্ত হলেন আইপিটিএ-র সঙ্গে। ইতিমধ্যে গণনাট্যের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়েছে 'আগুন'

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

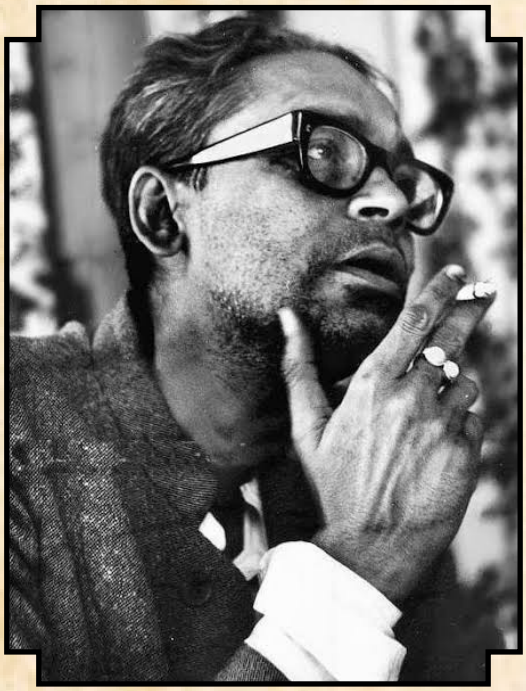

'জবানবন্দি', 'ল্যাবরেটরি'র মতন কালজয়ী সব নাটক। এরপরই মঞ্চস্থ হল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। ঋত্বিক ঘটক 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় করলেন। ১৯৫০ সালে বীরু ভট্টাচার্যের 'ঢেউ' নাটকে এক বৃদ্ধ কৃষকের ভূমিকায় ঋত্বিক ঘটকের অভিনয় মুগ্ধ করল বাংলার দর্শকদের। অভিনয় থেকে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে এলেন নাট্যনির্মাণ ও পরিচালনায়। পাবনা, রাজশাহি ও ময়মনসিংহের দাঙ্গা এবং দেশবিভাগের ক্ষতময় স্মৃতিতে ঋত্বিক গড়ে তুললেন 'দলিল' নাটকটি।

১৯৫৩ সালে মুম্বইতে গণনাট্য অধিবেশনে প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হল নাটকটি। কলকাতার ৫০টি আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে ঋত্বিক ঘটক রচনা করলেন 'জ্বালা' নাটক। নাটকটি সমসাময়িক ঘটনা পরিস্থিতির দলিল হয়ে রয়ে গেল। ঋত্বিকের নাট্য রচনা, বিষয়বস্তু, নির্দেশনা, ভাবনা স্পষ্টই তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে প্রকাশ করেছিল। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা ঋত্বিক ঘটকের আরেকটি নাটক 'সাঁকো'য় একটি গান ব্যবহৃত হয়েছিল,

Shalimar's®
Follow us on :
শুধু রান্না নয়,
এ এক ঐতিহ্যের গল্প।

শালিমার খাঁটি সরষের তেল,
যেখানে প্রতিটি ফোঁটায় থাকে
শুদ্ধতার আশ্বাস।
www.shalimars.com
Also available on
amazon Flipkart METRO spencer's SastaSundar bigbasket

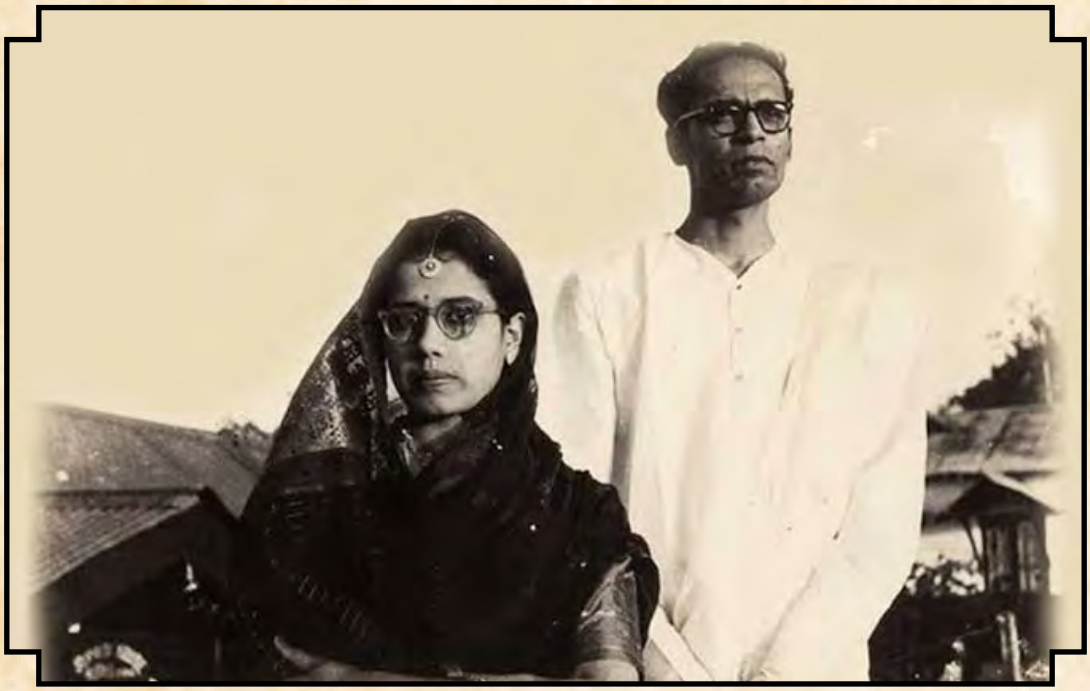

‘চক্রপথে ঘুইর্‌যা মোর মন হইল উদাস
বাতাস তবু আভাস দেয় নতুন ভোরের বাস
ব্যথায় আমার বুক যে ভাঙ্গে আশা ভাঙ্গেনা
সাথে আছে হাজার মানুষ তুফান ডরিনা।
ঋত্বিক ঘটক তাঁর শিল্পের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনে সচেতনভাবে ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন যে -ধাক্কা তাঁকে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বদলানোর দিকে নিয়ে যাবে। মঞ্চে নাটক নির্মাণ করার সময় তাঁর বার বার মনে হচ্ছিল বড় কোনও মাধ্যমের আশ্রয়ে নিজের বক্তব্য বা ধ্যান-ধারণাকে তুলে ধরবেন। ১৯৫০ সালে নিমাই ঘোষের ছবি ‘ছিন্নমূল’-এ ছাব্বিশ বছরের ঋত্বিক বড় পর্দায় অভিনয় করলেন একই সঙ্গে ছবির সহকারী পরিচালকের কাজে যুক্ত থেকে সরাসরি ছবি নির্মাণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়লেন। তবে এর আগে মনোজ ভট্টাচার্যের ‘তথাপি’ ছবিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবেও যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে ঋত্বিক নিজের পরিচালনায় জীবন শুরু করলেন। সামাজিক ভাঙন, রাজনৈতিক আবেগ, শ্রেণিচেতনা এসব শৈল্পিক আঙ্গিকে উঠে এলো ঋত্বিকের ‘নাগরিক’ ছবিতে। ১৯৫২ সালে তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ‘নাগরিক’। সে সময় ঋত্বিক ঘটকের বয়স ২৭ বছর। সুযোগ-সুবিধা ছিল সীমিত, আর্থিক সম্বল বলতে সামান্য কিছু টাকা। তবে তাঁর পরিচালনার প্রতিভার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। যা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। চিত্রমাধ্যমের সংলাপের ব্যবহার, শব্দচয়নের কৌশল ঘটনার প্রভাবকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর পরিচালনার আরেকটি অভিনবত্ব ছিল ডিপ□ফোকাসের ব্যবহার। ‘নাগরিক’ ছবিতে এই ডিপ ফোকাসের ব্যবহারে তিনি ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং তার সামাজিক অবস্থানকে দর্শকদের কাছে সুদৃঢ়ভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের কথা এমন একটি ছবিকে দীর্ঘ ২৫ বছর গুদামে ক্যানবন্দি হয়ে পড়ে থাকতে হল। ১৯৫২ সালের যে-ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা সেটি কোন এক অদৃশ্য ক্ষমতার অঙ্গুলি হেলনে দুর্যোগ আটকে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us now
www.benarasipalace.com
আমার ও আপনার স্বপ্নের সাথে
বেনারসী প্যালেস
৫০র পথে
।। ঠিক যেন স্বপ্নের প্যালেস ।।
বেনারসী প্যালেস
শ্যামবাজার ট্রামডিপোর ঠিক বিপরীতে
৮১০০৩ ৮১৪২৭
১০৩ সি, বিধান সরণী,
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

রইল। ১৯৭৭ সালে ঋত্বিক ঘটকের প্রয়াণের পর বামফ্রন্ট সরকার ছবিটিকে পুনরুদ্ধার করে প্রিন্ট করালো। ভারতের নানা শহরে সে ছবি প্রদর্শিত হবার পর দর্শক চিত্রসমালোচকেরা বুঝতে পারলেন স্রষ্টার প্রতি কত বড় অবিচার করা হয়েছিল। 'নাগরিক'-এর কাহিনি ধীরগতির। উত্তর কলকাতার বড় বাড়িতে জীবন অতিবাহিত করা একটি পরিবার যুদ্ধ ও দেশভাগ পরবর্তী কলকাতায় তাদের উঠে আসতে হচ্ছে দু'কামরার ছোট্ট পরিবেশে। পরিবারের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামু যার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সতীন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রত্যাশা চাকরি করে পুনরায় সংসারের হাল ধরবে। সংসারের একসময়ের কর্তা রামুর পিতা অসুস্থ বৃদ্ধ। কালী ব্যানার্জি□পিতার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। বৃদ্ধ পিতা একজন আদর্শবাদী মানুষ। কাহিনিতে তিনটি নারী চরিত্র একজন রামুর মা, একজন রামুর অবিবাহিত বোন এবং রামুর প্রেমিকা। ছবিতে বারবার ক্লোজআপে চরিত্রগুলির অভিব্যক্তি দেখানো হয়েছে। রামু রাজনৈতিক মিছিলে চাঁদা দিয়ে মিছিলে যায় না বরং মিছিলের বিপরীত পথে হাঁটে বলে, 'বাড়ির মিটিংটা সামলাই।' পিছন থেকে অস্ফুট স্বরে সংলাপ বলে কেউ 'তোমার পথটাও একদিন বদলাতে হবে রাজা।' সচ্ছল অবস্থা থেকে শ্রীহীন বাড়িটার ভাড়া মেটাতে না পারায় বস্তিজীবনে উঠে যেতে হয় রামুদের। এরই মাঝে বেজে ওঠে ইন্টারন্যাশানাল। মা ছেলের কথোপকথনে উঠে আসে কীভাবে আশপাশে বৃহত্তর বাড়িগুলি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। জীবন কীভাবে বদলে যায়, নাগরিক জীবনের পিতা –পুত্র-মা-মেয়ে-বন্ধু-ভিখারি, ভায়োলিন বাদক, এমনকী ভাড়াটে বাড়িওয়ালা তাদের কথোপকথনে অজস্র গ্লানি, শ্লেষের পাহাড় উঠে আসে। ঋত্বিকের ক্যামেরা একটি ছোট্ট পরিবারের গল্পের মধ্য দিয়ে নগ্ন নাগরিক জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরেছিল। ১৯৫৫ সালের ঋত্বিক ঘটক বিয়ে করেন সুরমা দেবীকে। বিবাহ পরবর্তী জীবনে একরকম বাঁচার তাগিদেই পরিচালক বিমল রায়ের ডাকে ঋত্বিক

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com

Shalimar's®

প্রতিটি ফোঁটায় যত্ন
আর বিশুদ্ধতার আশ্বাস

শালিমার নারকেল তেল,
যুগের পর যুগ ধরে বিশ্বস্ততার আরেক নাম।

Also available on

amazon Flipkart METRO spencer's SastaSundar app arambagh's FOOD MART Reliance more bigbasket

ঘটক কলকাতা ছেড়ে মুম্বইয়ে পাড়ি দেন। সেখানে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের জন্য 'মুসাফির' এবং বিমল রায়ের কথায় 'মধুমতী' নামক দুটো সফল ছবির চিত্রনাট্য লিখে সকলকে বুঝিয়ে দেন সিনেমার অর্থ শুধুমাত্র বিনোদন নয়। যদিও মুম্বইতে বেশিদিন থাকেননি ঋত্বিক, স্বাধীনভাবে ছবি করবেন বলে ফিরে এলেন কলকাতায়। তৈরি করলেন সুবোধ ঘোষের গল্প অবলম্বনে 'অযান্ত্রিক '। ১৯৫৮ সালে ছবিটি মুক্তি পেল। প্রমোদ লাহিড়ীর 'মুক্তাঙ্গন' থিয়েটারের একটা ঘরে বসেই লিখলেন তাঁর এই দীর্ঘ পরিকল্পিত ছবির চিত্রনাট্য। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন এই ছবি তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন। সুবোধ ঘোষের লেখা গল্পটির আদল কিছুটা হলেও বদল করে স্বকীয়তাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ছবিতে। মানুষ ও মেশিনের এক আশ্চর্য ইকুয়েশন, কেমিস্ট্রি তুলে ধরেছিলেন 'অযান্ত্রিক' ছবিতে। গল্পের যে চলন যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তার সঙ্গে ঋত্বিক আরও জুড়লেন ওঁরাওদের জীবন চক্রের পর্বটি। ১৯৫৮ সালের ২৩ মে 'অযান্ত্রিক' রিলিজ করল। দীর্ঘ অপেক্ষা, পরিশ্রমের পর ঋত্বিক ঘটকের এতদিনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেল ঠিকই কিন্তু দর্শকদের কাছে সিনেমাটি একেবারে ফ্লপ হল। অথচ ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ভূয়সী প্রশংসা পেল এই ছবি। এবং তারপরই সমস্ত পত্রিকা ঋত্বিক ঘটকের উচ্চশিত প্রশংসা করতে লাগলো। এই ছবিটি বানাতে গিয়ে ঋত্বিক তাঁর ছবির চিত্রনাট্যকে বহুবার পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর দর্শকরা নতুন কিছু উপহার পাক। 'অযান্ত্রিক' চলচ্চিত্রের বিমল জগদ্দলকে প্রেমিকার মতো ভালোবাসে। সে মনে করে তার জগদ্দল তার সব কথা বুঝতে পারে। বিমল গাড়িটার সঙ্গে একজন অনুভূতিশীল মানুষের মতো কথা বলে যেন গাড়িটার আর পাঁচজনের মত

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

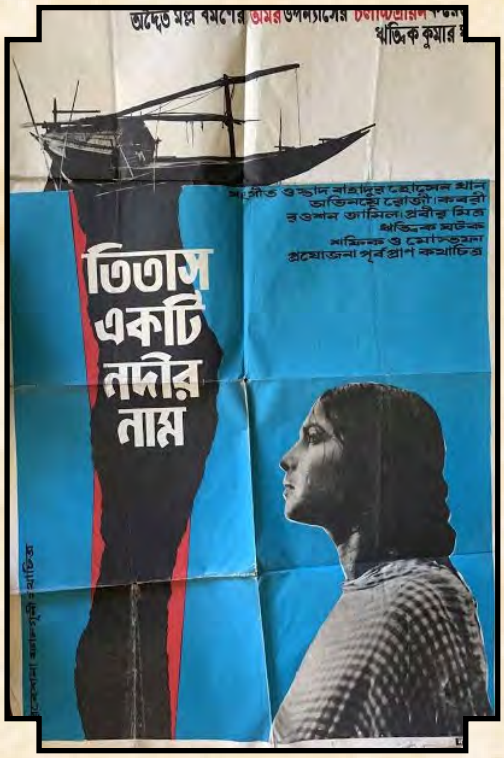

ক্ষুধা, তৃষ্ণা এমনকী ঈর্ষাও আছে। গাড়িটি বিমলের কাছে কোনও যন্ত্র নয়, যেন একজন নারী। বিমল গাড়িটাকে জগদ্দল বলে ডাকে, সেই রোজকার অন্নসংস্থান করে দেয়। তার এই দরিদ্র জীবনের একমাত্র সম্বল জগদ্দল। আবার এই গাড়িতে আরোহিত নারী সঙ্গীটি যখন বিমলকে চিরুনি কিনে দেওয়ার আবদার জানায় তখন গাড়িটি যেন আপত্তি জানায় এবং দুর্গম পাহাড়ি পথে বিকল হয়ে বিমলের মনে নারী সঙ্গীটির প্রতি জেগে ওঠা অনুরাগের তীব্র প্রতিবাদ করে। এই প্রথম গাড়িটিকে শাপশাপান্ত করে বিমল। কিন্তু গাড়িটা আর ঠিক হয় না। শেষে গাড়িটা যেন অভিমানে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনে। গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে বিমল নিজের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যায় তারপর প্রচুর টাকা খরচ করলেও গাড়িটা আর চলে না। শেষে অচল গাড়িটাকে সের দরে টুকরো করে আর এক মাড়োয়ারি কিনে নিয়ে যায়। কষ্টে বিমলের বুক ফেটে যায়। পনেরো

বছরের সঙ্গীকে এভাবে ছেড়ে দেওয়ার পর যখন সে একা উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তখন হঠাৎ গাড়ির ভেঁপুটা বেজে ওঠে। দেখে প্রতিবেশী এক শিশু ওই গাড়ির ভেঁপুটাকে বাজানোর চেষ্টা করছে। শিশুর সেই হাসি বিমলের মুখেও ধ্বনিত হয়। নতুন আশ্বাসে হেসে ওঠে বিমল। গল্পের বিষয়বস্তু মূলত এই। ছবিতে ঋত্বিক মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের অধিবিদ্যার সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতার একটা পরীক্ষামূলক অবতারণা করেছেন।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় এক অসাধারণ ছবি। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ছেলে কাঞ্চন মাকে সে ভীষণ ভালোবাসে। বাবা ততোধিক রাশভারী। মা ছেলের জন্য নতুন কোনও জিনিস কিনে আনলে বাবা বলেন এসব বিলাসিতা। বাবার কড়া শাসন থেকে মুক্তি পেতে একদিন কাঞ্চন বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসে। কলকাতায় বড় ব্রিজ, পাকা রাস্তা, অজস্র মানুষ ভিড়, বড় বড় বাস দেখে সে প্রথমে একটু ঘাবড়ে যায়। তারপর সামলে এগিয়ে চলে নতুন জীবনের খোঁজে। পরিচিত হয় চানাচুরভাজাওয়ালা হরিদাসের সঙ্গে, ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে আলাপ হয়, আলাপ হয় পরিচারিকার মা, দেখে কনক নামে এক বালিকা এবং তার পরিবারকে,বোবা সেজে থাকা ছেলে, চোর এবং আরও অনেক মানুষকে সে দেখে। কীভাবে বাঁচার জন্য প্রত্যেকে লড়াই করছে। একদিকে অনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল ভোজন, অন্যদিকে এক টুকরো খাবারের জন্য মানুষ কুকুরের লড়াই, দেশভাগের ফলে মানুষের এই দুর্দশা, উদ্বাস্তু জীবন এসবই উঠে আসে এই ছোট্ট কাঞ্চনের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে। ইতিমধ্যে তাঁর মা চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাবা কাঞ্চনকে খুঁজে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com

Shalimar's®

আপনার রান্নায়

প্রতিদিনের সঙ্গী খাঁটি সর্ষের তেল!

ঝাঁঝে ভরা স্বাদের খেল,
রান্নার রাজা
SHALIMAR'S সর্ষের তেল।

Also available on

amazon Flipkart METRO spencer's SastaSundar app arambagh's FOOD MART Reliance more bigbasket

পাওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। অবশেষে বুলবুল ভাজা হরিদাসের সাহায্যে কাঞ্চন বাড়ি ফিরে আসে। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' একটি শিশু কীভাবে জগৎটাকে দেখবে, তার মনে কীভাবে তা প্রতিফলিত হতে পারে, শিশু মনস্তত্ত্ব কেমন তা ছবিতে কীভাবে প্রকাশ হবে এসব অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ভেবে নিয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক। কাঞ্চনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ছবিটি নির্মাণের মূল চাবিকাঠি। ১৯৫৯ সালে মুক্তি পায় ছবিটি। ক্যামেরা যে শুধু কিছু ঘটনা ছবি বা কথোপকথন রেকর্ড করার যন্ত্র নয়, ক্যামেরাকে সঠিক ব্যবহারে সে হয়ে উঠতে পারে দার্শনিক, ভাষ্যকার ও সমালোচক, হয়ে উঠতে পারে গল্প বলা, স্মৃতি, প্রতিবাদ, দাবির কণ্ঠস্বর। ১৯৫৯ সালে মনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'কত অজানারে' নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করলেও কাজটি অসমাপ্ত থেকে যায় আর্থিক কারণে। এরপর 'মেঘে ঢাকা তারা'(১৯৬০), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২), পরপর ছবিতে নিজের সৃষ্টিশীলতাকে তুলে ধরেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। গতানুগতিকতাকে ভেঙে নতুন করে নিজস্ব শিল্প প্রকাশভঙ্গিকে গড়ে তুলেছিলেন। 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটি বাণিজ্যিক সফলতা পেয়েছিল। বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক চিদানন্দ দাশগুপ্তের কথায়, 'মেঘে ঢাকা তারা' বিশিষ্ট ও সাধারণ দুই শ্রেণীর দর্শকেরই মন জয় করেছে।' সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর লেখা একটি সামাজিক উপন্যাস অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক তৈরি করেছিলেন 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রটি। কাহিনির মুখ্য চরিত্র নীতা। দেশ বিভাগের পটভূমিকায় এক উদ্বাস্তু পরিবারের কাহিনি যেখানে পরিবারের মেয়ে নীতা নিঃশর্তে সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল। ছবির প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত রয়েছে নীতার নি:স্বার্থ আত্মত্যাগ। কাহিনির শেষে দেখা যায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং দাদার কাছে মিনতি জানায়, 'দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম।' কাহিনি শেষে এই করুণ পরিণতি দর্শককে সমব্যথী করে তোলে। আর এই অতি নাটকীয় অন্তিম মুহূর্ত একলহমায় দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল। ১৯৬২-তে 'সুবর্ণরেখা' ছবিটি তৈরি করলেন ঋত্বিক ঘটক কিন্তু এটি মুক্তি পেয়েছিল এরও তিন বছর পর ১৯৬৫-তে। দেশভাগের পর ঈশ্বর ও সীতা এপার বাংলা এসে খুঁজে চলেছে তাদের নতুন আস্তানা□ওদিকে হরপ্রসাদ চাইছে সমস্ত বাস্তুহারা মানুষদের নিয়ে এক নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখতে। ঋত্বিক এই কাহিনি থেকে অবচেতনকে উসকে দিয়ে দর্শকদের নিয়ে যান আরও গভীরে যে বাংলায় বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা। যার পাড়েই ঘটবে আরেকটি আখ্যান, আরেক আধুনিক রামায়ণ।

ঋত্বিক ঘটক এমন একজন শিল্পী তিনি জীবনচর্চা ও শিল্পচর্চাকে এক করে দেখতেন। সে কারণেই বোধহয় নিজের জীবন কথা তুলে ধরতে তাঁকে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-র মতো ছবি বানাতে হয়েছিল। ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে সেই দেশভাগের কথা, উদ্বাস্তুর জীবনযন্ত্রণার কথা। আসলে তাঁর জীবনে দেশভাগের ঘটনা চরম ক্ষতর সৃষ্টি করেছিল। আর সেই কথাই বারবার উঠে এসেছিল সৃষ্টিতে। 'কোমল গান্ধার' চলচ্চিত্রে একটি নাট্যদলের অভ্যন্তরীণ কলহ, ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাদ, সন্দেহ সংশয় সবই থেকেছে তার মধ্যে এসেছে ভৃগু আর অনুসূয়ার সম্পর্ক। দুজনের মিলনের মধ্যে ঋত্বিক ঘটক আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন। দুদেশের মিলন না হলেও দুটি মনের মিল তো হতে পারে। এই ইতিবাচক মিলনই তো একজন স্রষ্টা দর্শককে আশার আলো দেখায়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে মুক্তি পেয়েছিল অদ্বৈত মল্লবর্মনের উপন্যাস অবলম্বনে 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রটি। ভারতে মুক্তি পেয়েছিল এর অনেক পরে ১৯৯২ সালে। দেশভাগের পদ্মা পাড়ের□যে নিশ্চিত আশ্রয় ঋত্বিক হারিয়েছিলেন, অদ্বৈত মল্লবর্মনের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটক

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গর্বের
১২৫
বছর
১২৫ বছরের ঐতিহ্যে বিশ্বাস
রূপ, স্বাস্থ্য আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন
ঐতিহ্য শুধু সংরক্ষণ নয়, ব্যবহারেও হোক
বগলা চরণ কুণ্ডু®
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন
Shyambazar Five Point
1 R.G.KAR ROAD, Kolkata, West Bengal 700004
WE HAVE NO BRANCH
7980603470
www.bagalacharankundu.com
WHOLESALE & CORPORATE ORDERS : 8910369560

সেই আশ্রয়কে পুনরুদ্ধার করলেন। ঋত্বিকের হারিয়ে যাওয়া মাতৃভূমিকে খোঁজ করার জন্যই যেন এই চলচ্চিত্র নির্মাণ। আর্থিক কারণে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি না করতে পারলেও বেশ কিছু তথ্যচিত্র করেছিলেন। যার মধ্যে আছে 'সায়েন্টিস্ট অফ টুমরো(১৯৬৭), ইয়ে কিউ (১৯৭০), পুরুলিয়ার ছৌ (১৯৭০), আমার লেনিন (১৯৭০), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে দুর্বার গতি পদ্মা (১৯৭১), বাকি কিছু কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।

জীবনের শেষ সময়টা হতাশা, নার্ভাস ব্রেকডাউন, অবহেলা ঋত্বিক ঘটককে দুমড়েমুচড়ে শেষ করে দিয়েছিল। হতাশা, দীর্ঘদিন ছবির কাজ না পাওয়া, নিজের প্রতি অবহেলা, ডিপ্রেশনের কারণে মদ্যপান সবমিলিয়ে তিনি সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হন। বেশকিছু সময় মানসিক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। ১৯৬৯ সালের ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে এই অসুস্থতার মধ্যেই তিনি তৈরি করেন 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। নিজের তৈরি করা চলচ্চিত্রের ব্যাকরণকে ভেঙে টুকরো করে তৈরি করলেন চলচ্চিত্রটি যা তাঁর নিজের জীবনের কথা। চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলো যেন পর্দার থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি প্রশ্ন করে দর্শকদের। ঋত্বিকের অভিনীত চরিত্রটি তাঁর বাস্তব জীবনকে চরম ব্যঙ্গ করে। এই ধাক্কাটা যেন ঋত্বিক শুধু দর্শক নয় সমগ্র শিল্পীদের সত্তাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এটি তাঁর তৈরি শেষ ছবি। ১৯৭৬ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৫১ বছর বয়সে প্রয়াত হন এই সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্র স্রষ্টা। বুর্জোয়া সমালোচকদের অবহেলা, শাসক ও প্রতিষ্ঠিত সমাজের বঞ্চনা, অবক্ষয়িত সমাজের হতাশা নিরন্তর এগুলি তিনি বয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন। বেশকিছু কাজের পরিকল্পনা ছিল তাঁর ঝুলিতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির তিনি চলচ্চিত্রায়ন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেগুলি আর সম্ভব হয়নি।

পত্রলেখা নাথ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

sprish
SHOP NOW
www.sprishstudio.com | Follow us on

জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি: কিংবদন্তি অভিনেতা

সন্তোষ দত্ত

বাংলা চলচ্চিত্র ও নাট্যভুবনের ইতিহাসে কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের উপস্থিতি শুধু শিল্পে নয়, ছায়া ফেলে যায় সময়ের পরতে পরতে, মানুষের মনের গহীনে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম এক নাম সন্তোষ দত্ত। যে নাম শুনলে মনে পড়ে এক হৃদয়গ্রাহী হাসি, এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যার সংলাপে ছিল মন ছোঁয়ার ক্ষমতা, এবং অভিনয়ে ছিল এক জাদু। ২০২৫ সালের ২ ডিসেম্বর তাঁর জন্মের শতবর্ষে আমরা ফিরে তাকাই, তাঁর জীবন, কর্ম ও দর্শনের দিকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিবেদন জানাতে।

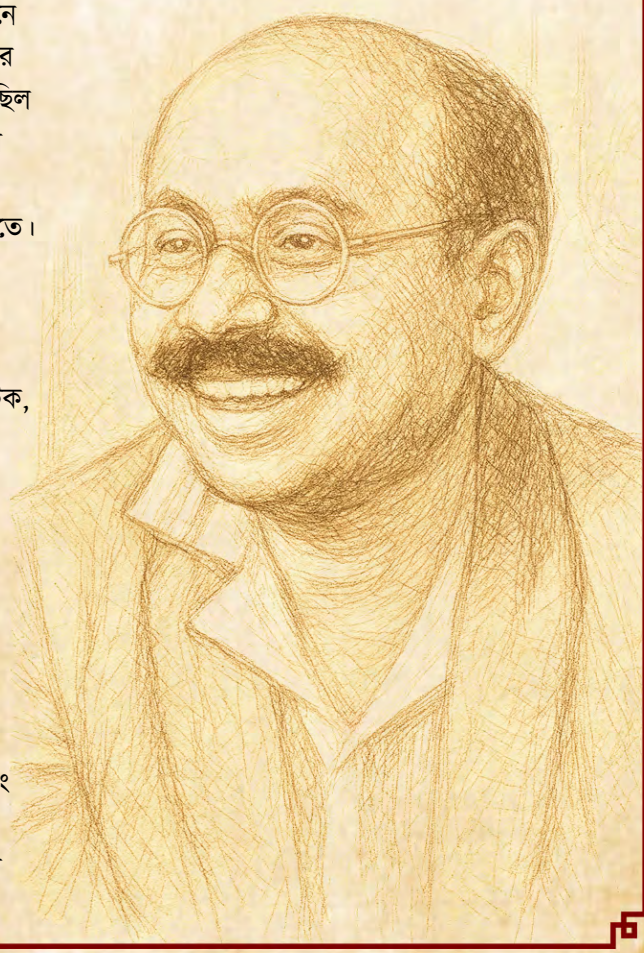

১৯২৫ সালের ২ ডিসেম্বর, ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন সন্তোষ দত্ত। পরিবার ছিল শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান। তাঁর বাবার নাট্যচর্চার সূত্রেই ছোটবেলা থেকেই তিনি জড়িয়ে পড়েন নাটক, অভিনয় ও মঞ্চনাট্যের পরিবেশে। তখনও কেউ ভাবেনি, এই ছেলেটিই একদিন বাংলা সিনেমার ইতিহাসে ‘জটায়ু’ নামক চরিত্রের মাধ্যমে চিরস্থায়ী আসন করে নেবেন।

গিরিশ ঘোষের নাটকের পাঠক হয়ে শুরু হলেও, ধীরে ধীরে নিজেই হয়ে ওঠেন অভিনেতা। দেশের বাড়িতে পালা-নাটকে অভিনয়, স্কুলে নাট্যচর্চা, এসবের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠছিল তাঁর শিল্পসত্তা। কিন্তু জীবিকার পথে শুরুতে অভিনয় ছিল না। বরং শুরু হয় এক ভিন্নধর্মী অধ্যায়।

প্রথমে কিছুদিন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে চাকরি, তারপর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সম্বন্ধ®

Blouse Meets Beauty

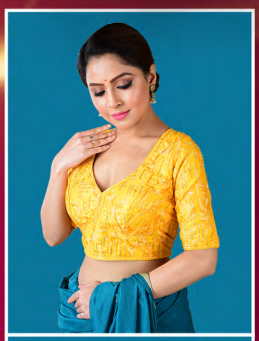

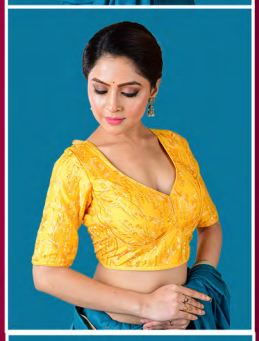

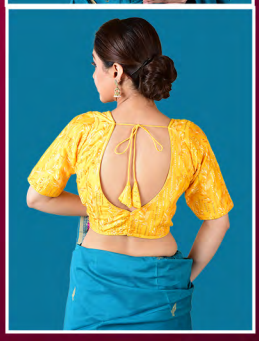

PREMIUM BLOUSE COLLECTIONS

৮২/২ এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৪
হাতিবাগান টাউন স্কুলের বিপরীতে

ফোন
৯৩৩০০৬২৩২১

পেশা বদলে পা রাখেন আইনজগতে। এবং এই জগতেও তাঁর বিচরণ ছিল অনন্য। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ফৌজদারি আইনজীবী। হেমন্ত বসু হত্যা মামলা, নেপাল রায় কাণ্ডের মতো বহু জটিল মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। আইনের প্রতি ছিল তাঁর নিখাদ শ্রদ্ধা, এবং ন্যায়বিচারের প্রতি দায়বদ্ধতা। একবার এক পিতৃহারা যুবকের চাকরি পাওয়ার সুযোগ তৈরি করতে তিনি স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেন। তাঁর এই মানবিক মুখই তাঁকে আলাদা করে তোলে সাধারণ আইনজীবীদের থেকে।

আইনজীবী হোন বা অভিনেতা নাট্যচর্চা থেকে কখনও বিচ্যুত হননি সন্তোষ দত্ত। সবিতাব্রত দত্ত, নির্মলকুমারদের সঙ্গে গড়ে তোলেন 'আনন্দম' নাট্যগোষ্ঠী, যা পরে রূপ নেয় 'রূপকার'-এ। ১৯৫৭ সালে 'চলচ্চিত্তচঞ্চরি' নাটকে ভবদুলালের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি, যা দেখে অভিভূত হন সত্যজিৎ রায়। এবং সেখান থেকেই শুরু হয় এক নতুন অধ্যায় সিনেমায় পা রাখেন সন্তোষ দত্ত।

সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর' ছবিতে এক ঘোষকের ভূমিকায় তাঁর প্রথম আবির্ভাব। 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে গবেষক এবং শুণ্ডির রাজার ভূমিকায় তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শকদের উপভোগ করেন। কিন্তু সব ছাপিয়ে যে চরিত্র তাঁকে অমরত্ব দেয়, তা হল জটায়ু। ফেলুদার গল্পের সেই রঙ্গবাহার, প্রাণোচ্ছল, কখনও হাস্যকর তো কখনও আবেগতাড়িত কল্পকাহিনির লেখক। 'সোনার কেল্লা' ছবির শুটিংয়ের সময় তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় জড়িয়ে ছিলেন। চরিত্রটি প্রায় হাতছাড়া হতে বসেছিল। তবে সহকর্মী আইনজীবীর সাহায্যে শেষপর্যন্ত তিনি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রাজস্থানে গিয়ে শুটিং করেন এবং আমরা অর্থাৎ দর্শকেরা পাই জটায়ুকে। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ তাঁর সংলাপ, অঙ্গভঙ্গি ও মুখাবয়ব আজও দর্শকের হৃদয়ে জীবন্ত। বাংলা সিনেমায় 'কমেডি চরিত্র'কে কেবল হাস্যরস নয়, এক আত্মিক ও মানবিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব যে সন্তোষ দত্তের তা বলাই বাহুল্য। অভিনয় ছাড়াও সন্তোষ দত্ত ছিলেন একজন ক্যালিগ্রাফি শিল্পী। তাঁর হাতে লেখা পোস্টার ও নাটকের নামাঙ্কন এখনও স্মৃতিতে ঘোরে। ফুটবলের প্রতি ছিল অগাধ ভালোবাসা— তিনি ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের একনিষ্ঠ ভক্ত। ছিলেন একজন খাদ্যরসিক। তিনি ছিলেন স্বভাবের দিক থেকে অত্যন্ত বিনয়ী ও স্পষ্টবাদী। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সরল, পোশাকে-আচরণে অহংকারহীন, এবং সর্বদা নিজস্ব একটি গাম্ভীর্য বহনকারী। সহশিল্পীরা তাঁকে মনে রাখেন একজন দায়িত্ববান, সময়ানুবর্তী ও আন্তরিক সহকর্মী হিসেবে।

চলচ্চিত্রে কাজের তালিকায় আছে 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'সুবর্ণলতা', 'অগ্নি সংকেত', 'আমার পৃথিবী', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'ছুটি', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর মতো অসামান্য ছবি। টেলিভিশনের পর্দাতেও তাঁর দাপুটে উপস্থিতি ছিল। বিখ্যাত টিভি ধারাবাহিক 'গোয়েন্দা ভগবানদাস'-এ তাঁর অভিনয় আজও স্মরণীয়। সেখানে তিনি তাঁর অভিনয়ের সংযম ও রসবোধের মাধ্যমে এক অনন্যতা প্রমাণ করেন।

১৯৮৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, মাত্র ৬২ বছর বয়সে সন্তোষ দত্ত প্রয়াত হন ফুসফুসের ক্যানসারে। ১৯৯১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পলাতক' ছিল তাঁর অভিনীত শেষ ছবি। কিন্তু মৃত্যু তাঁর প্রভাব বা জনপ্রিয়তাকে থামাতে পারেনি। বরং,

সময় যত এগিয়েছে, তত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয়ের গভীরতা, পরিশীলন, এবং যে মানবিক আবরণে তিনি শিল্পকে ঢেকে দিয়েছিলেন, তার অন্তর্নিহিত আবেদন। নাট্য ও চলচ্চিত্রের পাশাপাশি, একজন মানবিক মানুষ হিসেবে তাঁর কাজ, জীবনবোধ আজও অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছে অনেক শিল্পী ও দর্শকের কাছে। সন্তোষ দত্ত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের এক নিভৃত অথচ দীপ্তিমান নক্ষত্র। তাঁর অভিনয়শৈলী ছিল রসবোধ, সংযম, মানবিকতা ও সৌন্দর্যবোধের অপূর্ব সংমিশ্রণ। কেবল 'জটায়ু' নয়, তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক সজীব উপস্থাপন যে মানুষ হাসায়, ভাবায়, ভালবাসায়। তাঁর জন্ম শতবর্ষে 'রোজকার অনন্যা' পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। শিল্পীরা রক্তমাংসের মানুষ হলেও, কিছু শিল্পী হয়ে ওঠেন যুগস্মরণীয়। সন্তোষ দত্ত সেই বিরল সংখ্যার একজন যাঁকে সিনেমা নয়, দর্শকের হৃদয় ধারণ করে রেখেছে। আর তাই, তিনি মঞ্চে নেই, কিন্তু আমাদের মননে আছেন, থাকবেন অমর হয়ে।

টিম অনন্যা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

AGMARK - GRADE - 1
POWERED BY SHALIMAR'S PURITY STANDARD
যতদিন রন্ধন
অটুট এ বন্ধন...
শালিমার®
CHEF
★★ শেফ্ মশলা ★★
CUMIN POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Wt. 500
AGMARK
Cumin Powder
A PRODUCT OF INDIA
TURMERIC POWDER COARSE GROUND STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Wt. 500g.
AGMARK
Turmeric Powder
A PRODUCT OF INDIA
RED CHILLI POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Wt. 500g.
AGMARK
Red Chilli Powder
A PRODUCT OF INDIA
CORIANDER POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Qty: 500g.
AGMARK
Coriander Powder
A PRODUCT OF INDIA
শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯২ ই, আলিপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭

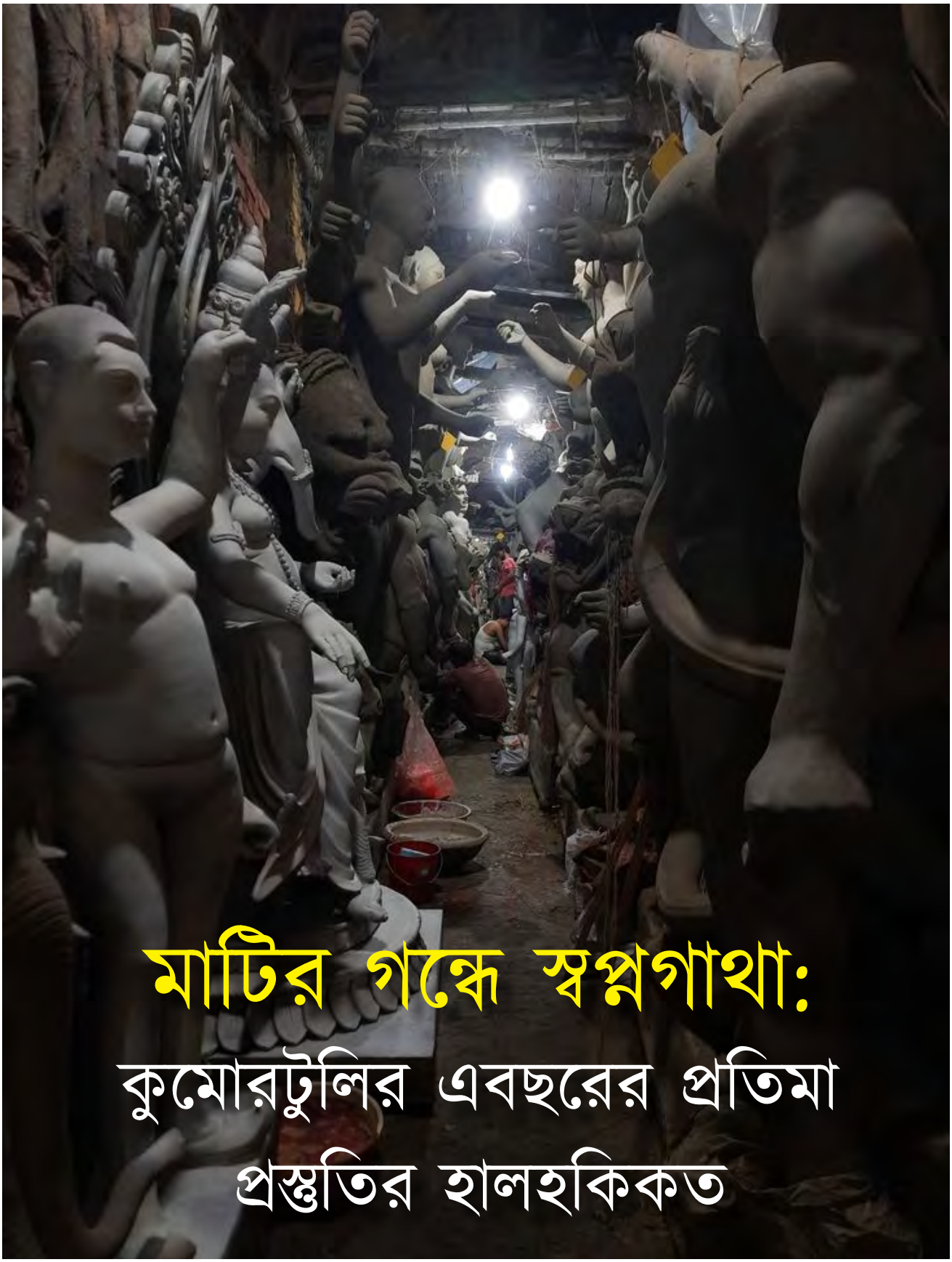

মাটির গন্ধে স্বপ্নগাথা:

কুমোরটুলির এবছরের প্রতিমা প্রস্তুতির হালহকিকত

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Peerless™ Hospital

Oncology

Early Detection Can **CURE CANCER**

Dedicated Oncology Team
Organ Specific Oncology Service

SERVICES

- Breast Cancer
- Lung Cancer
- Oral Cancer
- Blood Cancer
- Gynaecological Cancer
- Genitourinary Cancer
- Gastrointestinal Cancer
- Head & Neck Cancer
- Bone Tumors & Sarcoma
- Skin Cancer Melanoma
- Lymphoma
- Brain Cancer

360 Panchasayar, Kolkata-700094
Appointment cell: 033 40333333 Help Line : 033 40111222
Website: www.peerlesshospital.com

কলকাতার উত্তরের এক সরু গলিপথে ঢুকলেই চোখে পড়ে অসংখ্য কাঠামো, খড়, মাটি, শোলা আর রঙের মাঝে জেগে থাকা এক আশ্চর্য জগৎ-- কুমোরটুলি। কেবল প্রতিমা বানানো নয়, বরং একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শত বছরের এক সাংস্কৃতিক ও নৈপুণ্যের ধারা। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে এই কুমোরপাড়া হয়ে ওঠে আলোকোজ্জ্বল, কর্মচঞ্চল ও সৃষ্টিশীলতার এক বিস্ময়। এবছর ২০২৫-এ কুমোরটুলির চিত্রপট খানিকটা বদলেছে, আবার পুরনো ছন্দও ফিরে এসেছে নতুন আশা নিয়ে। গত কয়েক বছর নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে এবছর কুমোরটুলিতে প্রতিমার অর্ডার আবার পুরনো জৌলুসে ফিরে এসেছে। করোনার প্রভাবে দুই-তিন বছর অর্ডার সংখ্যা ছিল অনিশ্চিত, অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে অনেক শিল্পীই কাজ ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন। তবে ২০২৫ সালের শুরুর দিক থেকেই শহর ও মফসসলের পুজো কমিটিগুলির তরফে আগাম অর্ডার আসতে শুরু করে। চলতি বছরের হিসাবে প্রায় ৩৫০টিরও বেশি বড় ও মাঝারি মাপের প্রতিমার অর্ডার এসেছে কুমোরটুলিতে। সেইসঙ্গে রয়েছে গৃহস্থালি বা ছোট পুজোর জন্য আরও প্রায় হাজার খানেক ছোট মূর্তির অর্ডার। শুধু রাজ্য নয়, বাইরের রাজ্য যেমন বিহার, ওডিশা, ঝাড়খণ্ড, দিল্লি, মহারাষ্ট্র থেকেও প্রতিমার চাহিদা এসেছে। এমনকী, বিদেশের বাংলা কমিউনিটি লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, সিডনি, দুবাই তাদের পুজোর জন্য অর্ডার পাঠিয়েছে কুমোরটুলির শিল্পীদের কাছে।

প্রতিমা নির্মাণে নতুনত্ব: থিম, প্রযুক্তি ও পরিবেশচেতনা

প্রতিমা মানেই এখন কেবল সাবেকি কল্পনাকে আঁকড়ে থাকা নয় বরং থিম, সামাজিক বার্তা, এবং প্রযুক্তির ছোঁয়া দিয়ে এক নতুন ক্যানভাসে গড়ে তোলা এক শিল্প। এবছরের বেশ কয়েকটি পুজোর প্রতিমা তৈরি হচ্ছে নতুন ভাবনায়। যেমন--

নারীশক্তির আধুনিক রূপ:

কিছু শিল্পী দুর্গাকে শুধু অসুরবিনাশিনী হিসেবে নয়, বরং শিক্ষিতা, কর্মজীবী, সমাজ সচেতন নারীর প্রতিরূপে ফুটিয়ে তুলছেন। কোনও প্রতিমায় দেখা যাবে দুর্গার হাতে অস্ত্রের বদলে বই, কলম, ল্যাপটপ ইত্যাদি। এ যেন এক যুগের রূপান্তর!

পরিবেশবান্ধব প্রতিমা:

এবছর একটি বড় অংশের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে ইকো-ফ্রেন্ডলি উপকরণে কাগজের পাল্প, কাচের গুঁড়ো, প্রাকৃতিক রং ও জল-দ্রবণীয় মাটি দিয়ে। প্রতিমা নিরঞ্জনের পর যাতে নদী বা পুষ্করিণীর জলদূষণ না হয়, সেদিকে কড়া নজর শিল্পীদের।

ডিজিটাল পরিকল্পনা ও থ্রি-ডি মডেলিং:

আগে যেখানে খাতা-কলমে নকশা হতচ, এখন ডিজিটাল স্কেচ ও থ্রি-ডি মডেল দেখিয়ে পুজো কমিটিকে ডিজাইন পছন্দ করানো হয়। বিদেশি ক্লায়েন্টদের জন্য Zoom মিটিং বা WhatsApp ভরসা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পুরনো দিনের কুমোরটুলি, যেন এক নস্ট্যালজিয়ার নাম!

সময় বদলেছে, কিন্তু কুমোরটুলির চিরন্তন সুর বোধহয় আজও বদলায়নি। একসময় বংশ পরম্পরায় আসা শিল্পীরা ঘরের বারান্দায়, সরু গলিতে কাঠামো তৈরি করতেন। খড় বাঁধা, মাটি বসানো, রঙের প্রলেপ সবকিছুতেই থাকত নিপুণ হাতের নিখুঁত ছোঁয়া! সকাল-বিকেল কাজ চলত বিড়ির ধোঁয়া আর রেডিয়োর গানের মাঝে।

পুরনো দিনের কুমোরটুলিতে ছিল অনেক বেশি 'হাতের কাজ', কম যন্ত্রনির্ভরতা, বেশি সহানুভূতি। এক একটি কাঠামো তৈরি করতে ১০-১২ দিন লেগে যেত, কিন্তু তাতে যত্নের ঘাটতি থাকত না। তখন 'থিম' শব্দটা খুব পরিচিত না হলেও, প্রতিমার চোখ, মুদ্রা, অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠত শিল্পীর নিজস্ব দর্শন। এক প্রতিমা শিল্পী বিপ্লব পাল বলেন, "এখন প্রতিমার

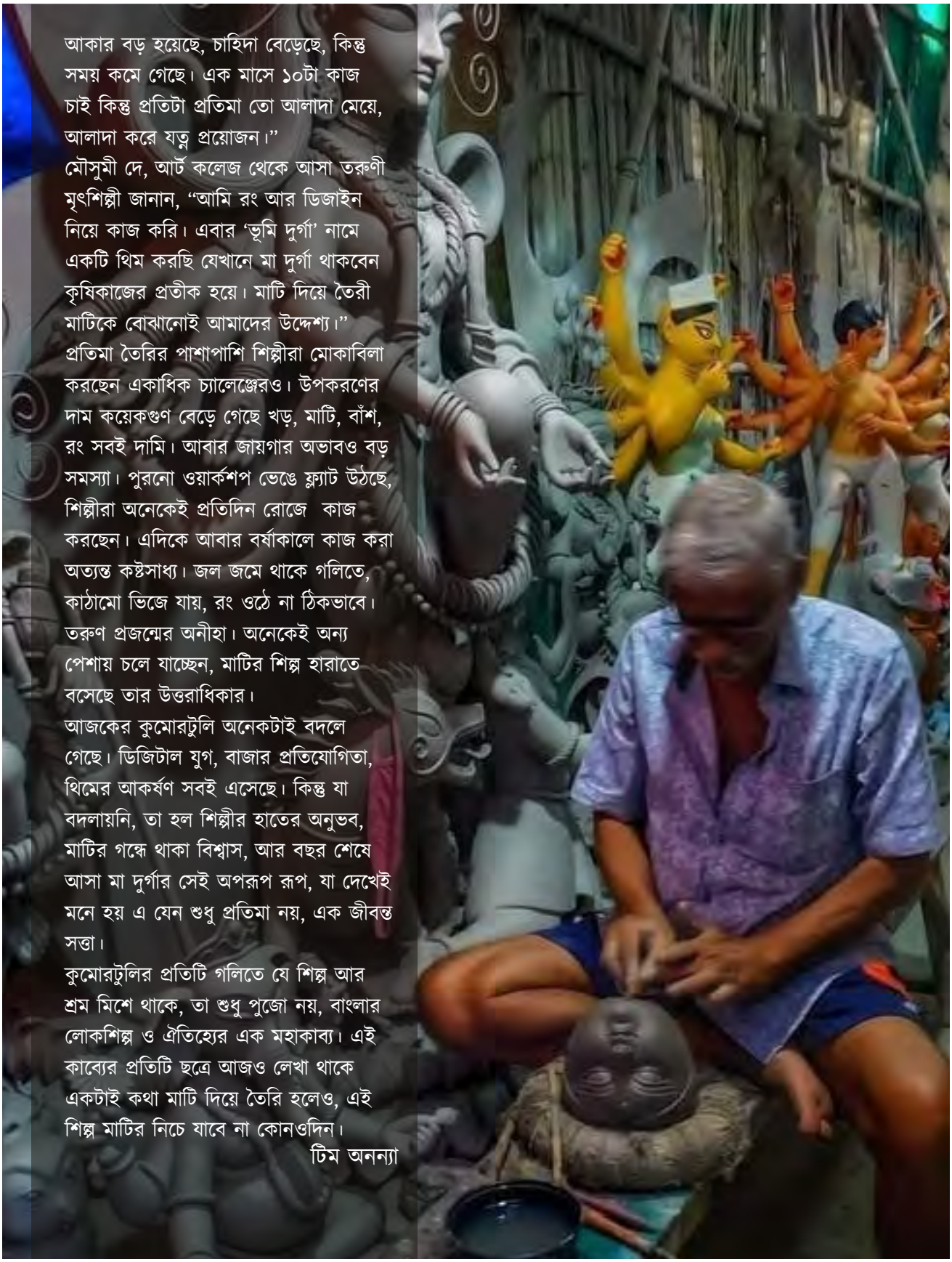

আকার বড় হয়েছে, চাহিদা বেড়েছে, কিন্তু সময় কমে গেছে। এক মাসে ১০টা কাজ চাই কিন্তু প্রতিটা প্রতিমা তো আলাদা মেয়ে, আলাদা করে যত্ন প্রয়োজন।"

মৌসুমী দে, আর্ট কলেজ থেকে আসা তরুণী মৃৎশিল্পী জানান, "আমি রং আর ডিজাইন নিয়ে কাজ করি। এবার 'ভূমি দুর্গা' নামে একটি থিম করছি যেখানে মা দুর্গা থাকবেন কৃষিকাজের প্রতীক হয়ে। মাটি দিয়ে তৈরী মাটিকে বোঝানোই আমাদের উদ্দেশ্য।"

প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি শিল্পীরা মোকাবিলা করছেন একাধিক চ্যালেঞ্জেরও। উপকরণের দাম কয়েকগুণ বেড়ে গেছে খড়, মাটি, বাঁশ, রং সবই দামি। আবার জায়গার অভাবও বড় সমস্যা। পুরনো ওয়ার্কশপ ভেঙে ফ্ল্যাট উঠছে, শিল্পীরা অনেকেই প্রতিদিন রোজে কাজ করছেন। এদিকে আবার বর্ষাকালে কাজ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। জল জমে থাকে গলিতে, কাঠামো ভিজে যায়, রং ওঠে না ঠিকভাবে। তরুণ প্রজন্মের অনীহা। অনেকেই অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন, মাটির শিল্প হারাতে বসেছে তার উত্তরাধিকার।

আজকের কুমোরটুলি অনেকটাই বদলে গেছে। ডিজিটাল যুগ, বাজার প্রতিযোগিতা, থিমের আকর্ষণ সবই এসেছে। কিন্তু যা বদলায়নি, তা হল শিল্পীর হাতের অনুভব, মাটির গন্ধে থাকা বিশ্বাস, আর বছর শেষে আসা মা দুর্গার সেই অপরূপ রূপ, যা দেখেই মনে হয় এ যেন শুধু প্রতিমা নয়, এক জীবন্ত সত্তা।

কুমোরটুলির প্রতিটি গলিতে যে শিল্প আর শ্রম মিশে থাকে, তা শুধু পুজো নয়, বাংলার লোকশিল্প ও ঐতিহ্যের এক মহাকাব্য। এই কাব্যের প্রতিটি ছত্রে আজও লেখা থাকে একটাই কথা মাটি দিয়ে তৈরি হলেও, এই শিল্প মাটির নিচে যাবে না কোনওদিন।

টিম অনন্যা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Elite®
FOOTWEAR
পায়ে পায়ে আনন্দ

SWEET SAVINGS ALERT!
ENJOY

10% OFF

YOUR ENTIRE PURCHASE ONLINE

DON'T MISS OUT!

ELITE FOOTWEAR

ELITEFOOTWEAR.IN

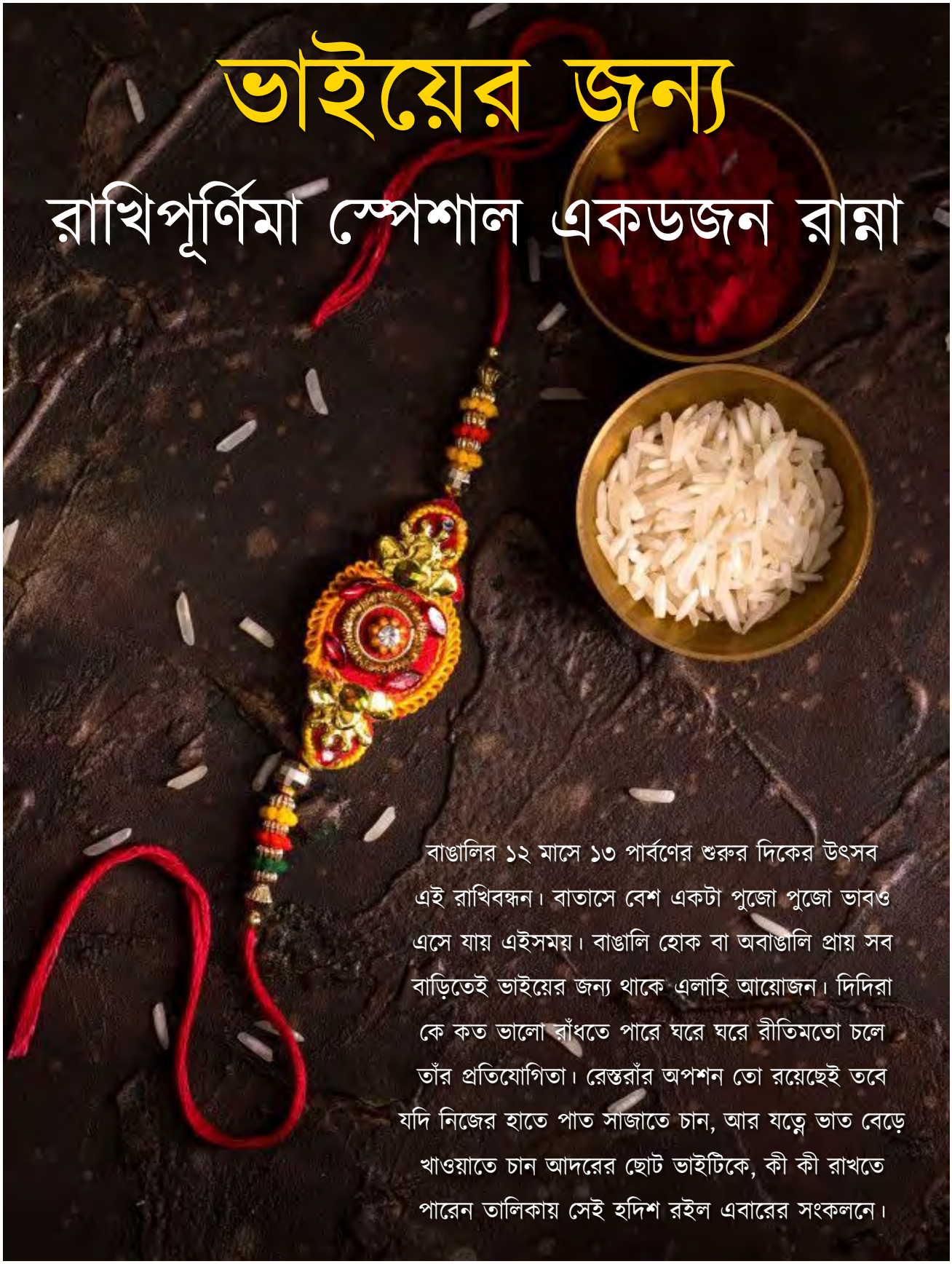

ভাইয়ের জন্য

রাখিপূর্ণিমা স্পেশাল একডজন রান্না

বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বণের শুরুর দিকের উৎসব এই রাখিবন্ধন। বাতাসে বেশ একটা পুজো পুজো ভাবও এসে যায় এইসময়। বাঙালি হোক বা অবাঙালি প্রায় সব বাড়িতেই ভাইয়ের জন্য থাকে এলাহি আয়োজন। দিদিরা কে কত ভালো রাঁধতে পারে ঘরে ঘরে রীতিমতো চলে তাঁর প্রতিযোগিতা। রেস্তরাঁর অপশন তো রয়েছেই তবে যদি নিজের হাতে পাত সাজাতে চান, আর যত্নে ভাত বেড়ে খাওয়াতে চান আদরের ছোট ভাইটিকে, কী কী রাখতে পারেন তালিকায় সেই হদিশ রইল এবারের সংকলনে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

justbakedcake.com | Follow us on

JustBaked™
BISK FARM CAKES & BAKES

GREEN MANGO PASTRY

MRP 35/-

To ORDER WhatsApp on
6290129569

Available in
zomato SWIGGY

ফিস ফিঙ্গার

তনুজা আচার্য

কী কী লাগবে

ভেটকি মাছের ফিলে ৩০০ গ্রাম, সর্ষে ১ চা-চামচ, বেসন ১/২ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Sunflower তেল ডিপ ফ্রাইয়ের জন্য, ডিম ২টি, জিরে ১ চা-চামচ, ময়দা দেড় টেবিল চামচ, পাউরুটির গুঁড়ো ২ কাপ, Shalimar's Chef Spices লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন ১ চা-চামচ

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে সর্ষে, জিরে ভালো করে বেটে নিন। একটি পাত্রে এই বাটা মশলা, রসুনবাটা, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ও নুন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। অন্য একটি পাত্রে ডিম ফেটিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে ময়দা মেশান। এবার মাছের ফিলেগুলি খুব সরু সরু করে কেটে ফিশ ফিঙ্গারের আকার দিন। তারপর মাছের ফিলেগুলি মশলার মিশ্রণের মধ্যে ভাল করে মিশিয়ে দিন, যাতে মশলাটা মাছের ফিলেতে ঢুকে যায়।কড়াইয়ে ডিপ ফ্রাইয়ের জন্য তেল দিন। তেল গরম হলে মাছের ফিলেগুলি ডিমের মিশ্রণে একবার ডুবিয়ে পাউরুটির গুঁড়ো মাখিয়ে নিয়ে ভেজে তুলে নিন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

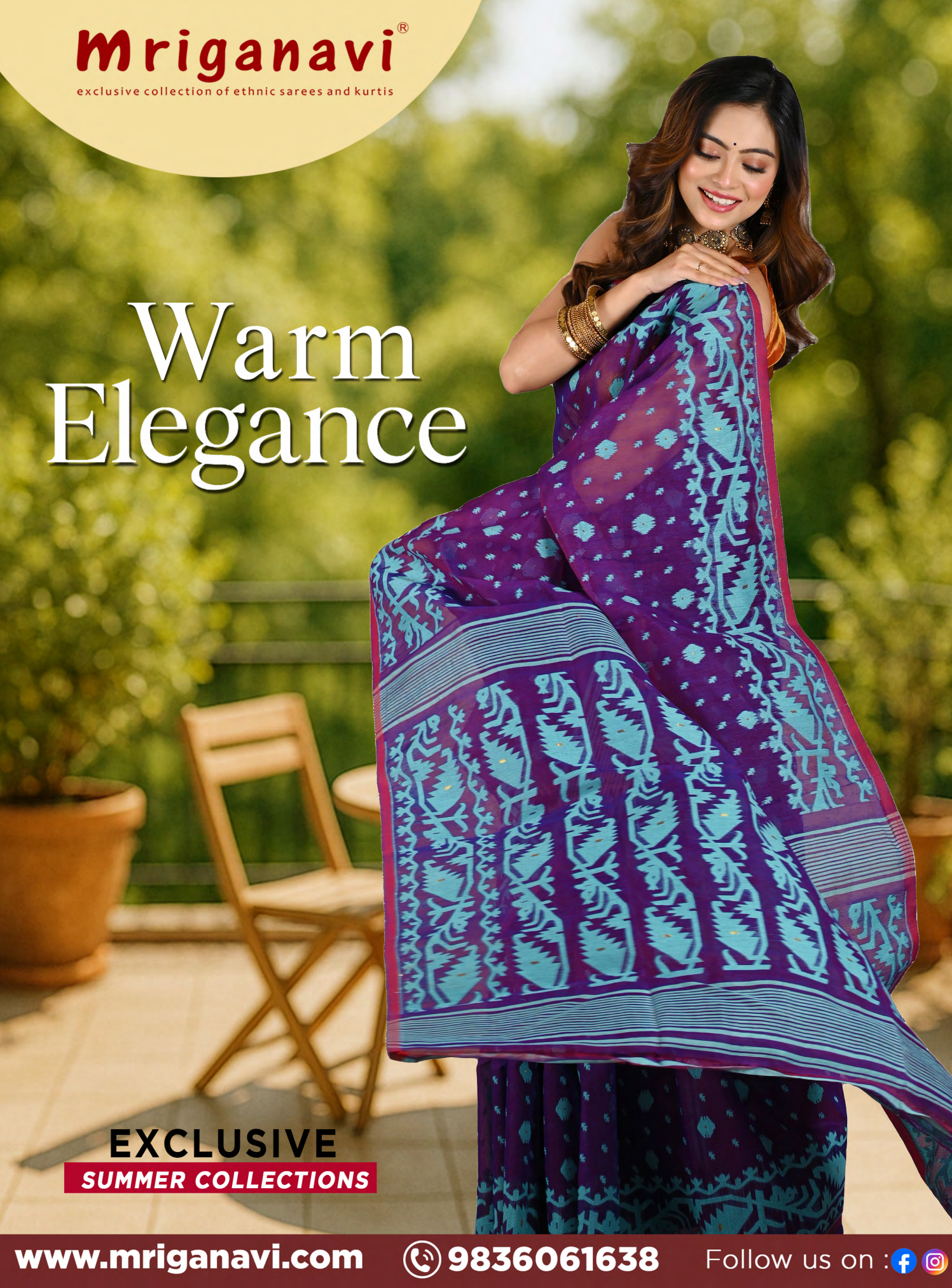

Mriganavi®
exclusive collection of ethnic sarees and kurtis
Warm Elegance
EXCLUSIVE
SUMMER COLLECTIONS
www.mriganavi.com
9836061638
Follow us on :

গ্রিলড চিকেন রামেন বোল

কী কী লাগবে

রামেন নুডলস ১ প্যাকেট, চিকেন ব্রেস্ট ১টি (গ্রিল করে কাটা), সয় সস ২ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, আদাকুচি ১ চা-চামচ, Shalimar's Sunflower তেল ১ টেবিল চামচ, সিদ্ধ ডিম ১টি, পালং শাক বা বোক চয় সামান্য, গাজরকুচি, কাঁচালঙ্কা স্বাদমতো, সিদ্ধ কর্ন আর সামান্য তিল সাজানোর জন্য

কীভাবে বানাবেন

নুডলস সিদ্ধ করে আলাদা রাখুন। প্যানে তেল গরম করে রসুন ও আদা ভাজুন। সয় সস ও অল্প জল দিন, এরপর নুডলস মেশান। উপরে গ্রিলড চিকেন, সিদ্ধ ডিম, কর্ন, পালং শাক ও গাজর দিয়ে সাজান। তিল ছিটিয়ে পরিবেশন করুন। তরতাজা ও পুষ্টিকর একবাটি সুস্বাদু রামেন!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

As seen in
SHARK TANK INDIA
SEASON 4
Introducing
Nutriplates
by nanighar®
POWERED BY
Shalimar's®
nanighar
nanighar
nanighar
Launching soon!

সবজি পোলাও

কী কী লাগবে

বাসমতী চাল ১ কাপ (ভেজানো), কুচানো সবজি (গাজর, ফুলকপি, মটরশুঁটি, বিনস) ১ কাপ, পেঁয়াজ ১টি (স্লাইস করা), আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ সামান্য, ঘি বা Shalimar's Sunflower তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, গরম জল ২ কাপ

কীভাবে বানাবেন

কড়াইয়ে ঘি/সাদা তেল গরম করে গোটা গরমমশলা ও পেঁয়াজ ভাজুন। আদা-রসুন বাটা দিয়ে নাড়ুন, সবজি দিন ও হালকা ভেজে নিন। চাল দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ুন। জল ও লবণ দিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। জল শুকিয়ে এলে নামিয়ে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন রায়তা ও আলুর দমের সঙ্গে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com

Shalimar's®

প্রকৃতির উপহার,
প্রতিটি কাপে!

JUST LAUNCHED

Also available on

amazon Flipkart METRO spencer's SastaSundar app arambagh's FOOD MART Reliance more bigbasket

তন্দুরি চিকেন

কী কী লাগবে

চিকেন ৫০০ গ্রাম (পা বা বুকের অংশ) ৪ টুকরো, দই ১/২ কাপ, আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গরমমশলা ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ (রঙের জন্য), Shalimar's সর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো

কীভাবে বানাবেন

চিকেনে ছুরি দিয়ে হালকা করে কেটে নিন। সব মশলা, দই, লেবুর রস, তেল মিশিয়ে মেরিনেট করে ৫-৬ ঘণ্টা রাখুন (রাতে রাখলে ভালো)। আভেন বা গ্রিলারে ২০০°C তাপমাত্রায় ২৫-৩০ মিনিট গ্রিল করুন। মাঝেমধ্যে তেল ব্রাশ করুন। অথবা গ্যাসে তন্দুরি প্যানে বা ননস্টিকে ঢেকে ভেজেও করতে পারেন। সঙ্গে পেঁয়াজ, লেবু ও ধনেপাতা চাটনি দিন। রেস্টুরেন্ট স্টাইলের মজা ঘরেই!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

+91 98368 04935

পূর্ব নোয়াপাড়া নদীয়া
রানাঘাট ৭৪১৫০১

সসেজ রাইস

কী কী লাগবে

রান্না করা বাসমতী চালের ভাত ২ কাপ, চিকেন সসেজ ৪-৫টি (স্লাইস করে কাটা), পেঁয়াজ ১টি (কুচি), রসুনকুচি ১ চা-চামচ, সয় সস ১ টেবিল চামচ, চিলি সস ১ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক), Shalimar's Chef Spices গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Sunflower তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতা সাজানোর জন্য

কীভাবে বানাবেন

প্যানে তেল গরম করে সসেজ স্লাইসগুলো ভেজে তুলে নিন। একই প্যানে পেঁয়াজ ও রসুন ভেজে নিন। সয় সস, চিলি সস ও গোলমরিচ দিন। এরপর ভাত ও ভাজা সসেজ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ঝটপট ও সুস্বাদু একটি ভিন্নধরনের ভাত!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Nestlé
Good food, Good life
Nestlé
Milkmaid
Nestlé
Milkmaid
recipes @
www.milkmaid.in
Suggested recipe
100
recipes @
www.milkmaid.in
Create Sweet Stories

ক্ষীরোদ কাতলা

কী কী লাগবে

কাতলা মাছ ৩-৪ টুকরো, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচগুঁড়ো সামান্য, Shalimar's Sunflower তেল ও ঘি ভাজার জন্য, তেজপাতা ১টা, গোটা গরমমশলা (এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি) সামান্য থেঁতো করে, পেঁয়াজকুচি ১টি, টম্যাটোকুচি ১টি, কাঁচালঙ্কাকুচি স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices জিরেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, দুধ ১.৫ কাপ (ফুটিয়ে গরম রাখা), ময়দা ১ চা-চামচ, চিনি সামান্য, Shalimar's Chef Spices গরমমশলাগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, ঘি ১ চা-চামচ (শেষে)

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে কাতলা মাছ নুন, গোলমরিচ মেখে সাদা তেল ও ঘিতে ভেজে তুলে নিন। সেই তেলেই তেজপাতা ও গরমমশলা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে নিন। টম্যাটো, কাঁচালঙ্কা ও নুন দিয়ে কষিয়ে জিরে-ধনে গুঁড়ো মেশান। গরম দুধে ময়দা গুলে কড়াইয়ে দিন। দুধ ফুটলে মাছ দিয়ে সিদ্ধ করুন। শেষে চিনি, গোলমরিচ, গরমমশলা আর একটু ঘি দিয়ে ফুটিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LAKMĒ SALON

FOR HIM AND HER

#RunwayToEveryday

Lords More

182, Prince Anwar Shah Rd, Unit 1A - Lords More Kolkata, (WB).

Contact for more OFFERS

8420173693

ঐন্দ্রিলা ভট্টাচার্য

গাটি কচু দিয়ে পমফ্রেট মাছ

কী কী লাগবে

পমফ্রেট মাছ ২টি, গাটি কচু ১ কাপ (সিদ্ধ করে মাঝারি টুকরো করা), সর্ষেবাটা ২ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ (ঐচ্ছিক, রঙের জন্য), কাঁচালঙ্কা ৩-৪টি, Shalimar's সর্ষের তেল ৩ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, জল পরিমাণমতো

কীভাবে বানাবেন

মাছ ধুয়ে হলুদ ও লবণ মাখিয়ে রেখে দিন ১০ মিনিট। সর্ষের তেলে মাছ হালকা ভেজে তুলে নিন। একই তেলে সিদ্ধ গাটি কচু দিয়ে ২-৩ মিনিট ভেজে নিন।এবার সর্ষেবাটা, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো ও লবণ দিয়ে একটু জল মিশিয়ে কষিয়ে নিন। জল দিয়ে ফুটে উঠলে ভাজা মাছ ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঢেকে দিন। ৮-১০ মিনিট মাঝারি আঁচে রান্না করে একটু কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

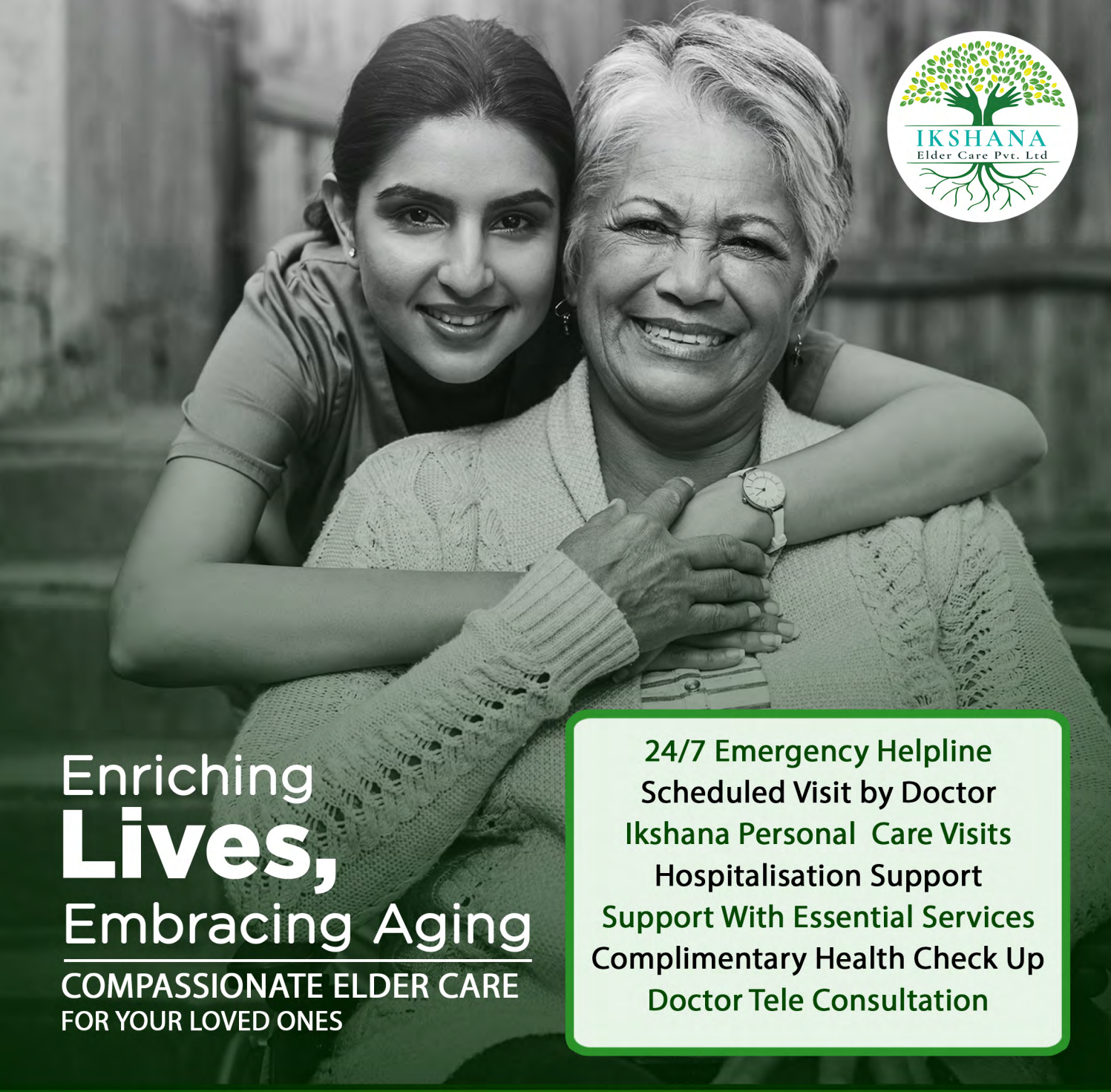

IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd

Enriching
Lives,
Embracing Aging

COMPASSIONATE ELDER CARE
FOR YOUR LOVED ONES

- 24/7 Emergency Helpline
- Scheduled Visit by Doctor
- Ikshana Personal Care Visits
- Hospitalisation Support
- Support With Essential Services
- Complimentary Health Check Up
- Doctor Tele Consultation

9147372091 / 92

IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd

www.ikshanaeldercare.com

আচারি চিকেন

কী কী লাগবে

চিকেনের জন্য: চিকেন লেগ পিস ৪-৫টি, Shalimar's Chef Spices হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, Shalimar's সর্ষের তেল ৩-৪ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, রসুন ৫-৬ কোয়া (বাটা বা থেঁতো), কাঁচালঙ্কা ৪টি (চেরা), পেঁয়াজ ১টি (মাঝারি, কুচি বা পেস্ট), টম্যাটো ১টি (ছোট, পেস্ট), আদা সরু করে কাটা ১ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ

আচারি মশলার জন্য (শুকনো ভেজে গুঁড়ো করতে হবে): গোটা জিরে ১ টেবিল চামচ, মৌরি ১ চা-চামচ, মেথি ১/৪ চা-চামচ, গোটা ধনে ১ টেবিল চামচ, কালোজিরা ১ টেবিল চামচ, শুকনোলঙ্কা ২টি, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ (ভাজা মশলার সঙ্গে মেশাতে হবে)

কীভাবে বানাবেন

সব শুকনো মশলা কড়াইয়ে ভেজে মিক্সিতে গুঁড়ো করুন। এরপর কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো মিশিয়ে রাখুন। চিকেনে হলুদ, নুন, লেবুর রস, সর্ষের তেল ও আচারি মশলা (১ টেবিল চামচ) মেখে ৩০ মিনিট রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে ম্যারিনেট করা চিকেন হালকা ভেজে তুলে নিন। সেই তেলে রসুন ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভেজে নিন। তারপর পেঁয়াজ ও টম্যাটো পেস্ট দিয়ে কষান। এরপর হলুদ ও আচারি মশলা (আরও ২ টেবিল চামচ) দিন। মশলা কষানো হলে ভাজা চিকেন দিন, প্রয়োজনে জল দিন। ঢাকা দিয়ে মাংস সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। জল শুকিয়ে এলে আদাকুচি, লেবুর রস ও ধনেপাতা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

lenskart @home

NOW GET A

FREE EYE TEST AT HOME!*

SCAN TO BOOK

ইলিশের পানিখোলা

কী কী লাগবে

৬ টুকরো ইলিশ মাছ, ১টি বড় পেঁয়াজকুচি, ৫-৬ কোয়া রসুন থেঁতো, আধ ইঞ্চি আদাবাটা, ২ টেবিল চামচ Shalimar's সর্ষের তেল, ৮-১০টি কাঁচালঙ্কা, ১ চা-চামচ Shalimar's Chef Spices হলুদগুঁড়ো, সামান্য কালোজিরে, স্বাদমতো নুন

কীভাবে বানাবেন

একটি বড় পাত্রে পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কা, নুন, হলুদ, আদাবাটা, থেঁতো করা রসুন, সর্ষের তেল, কালোজিরে দিয়ে ভাল করে মেখে নিতে হবে। মিশিয়ে দিতে হবে ধুয়ে রাখা ইলিশ মাছ। এবার পাত্রে একটু বেশি পরিমাণ জল দিতে হবে। যাতে মাছগুলি ডুবে যায়। তারপর মাঝারি আঁচে ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে ১৫-২০ মিনিট। ধীরে ধীরে জল অনেকটাই শুকিয়ে যাবে। উপর থেকে তেল ভেসে উঠবে। একটু ঝোল থাকা অবস্থাতেই নামাতে হবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

লেবু লঙ্কা মুরগি

কী কী লাগবে

মুরগির টুকরো ৫০০ গ্রাম, আদা রসুন কাঁচালঙ্কা বাটা ২ টেবিল চামচ, গন্ধরাজ লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, গন্ধরাজ লেবুর জেস্ট ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Sunflower তেল প্রয়োজনমতো, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গরমমশলাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, জল পরিমাণমতো, গোটা কাঁচালঙ্কা কয়েকটি

কীভাবে বানাবেন

মুরগির টুকরোগুলো আদা-রসুন-কাঁচা লঙ্কা বাটা, লেবুর রস, গোলমরিচগুঁড়ো, নুন ও অল্প সাদা তেল দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে ৩০ মিনিট রেখে দিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে ম্যারিনেট করা মুরগির টুকরোগুলো হালকা ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলেই পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভাজুন যতক্ষণ-না হালকা বাদামি হয়। এবার দিন আদা-রসুন-কাঁচালঙ্কা বাটা, কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। এরপর দিন ধনেগুঁড়ো ও গরমমশলাগুঁড়ো, ভালো করে কষান। অল্প জল দিয়ে মশলা ঢাকা দিয়ে কষান। এরপর ভাজা মুরগির টুকরোগুলো দিয়ে দিন, সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। পরিমাণমতো জল ও স্বাদমতো নুন দিয়ে ঢেকে রান্না করুন যতক্ষণ-না মুরগি সিদ্ধ হয়। সবশেষে লেবুর রস, লেবুর জেস্ট ও গোটা কাঁচালঙ্কা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। গন্ধরাজ লেবুর গন্ধ আর কাঁচালঙ্কার ঝাঁজে অন্যরকম স্বাদ পাবেন!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

তোপসে মাছের ফ্রাই

কী কী লাগবে

তোপসে মাছ ২৫০ গ্রাম, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা ১ চা-চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, বেসন ৩ টেবিল চামচ, চালের গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ, কালোজিরে ১/২ চা-চামচ (ঐচ্ছিক), জল প্রয়োজনমতো (ঘন ব্যাটার করার জন্য), Shalimar's সর্ষের তেল ভাজার জন্য

কীভাবে বানাবেন

মাছগুলোকে লেবুর রস, নুন, হলুদগুঁড়ো, আদা-রসুন বাটা ও কাঁচালঙ্কাবাটা দিয়ে ম্যারিনেট করে ২০-৩০ মিনিট রেখে দিন। বেসন, চালের গুঁড়ো, সামান্য নুন ও কালোজিরে মিশিয়ে অল্প অল্প জল দিয়ে ঘন ব্যাটার তৈরি করুন। মাছগুলো ব্যাটারে ভালো করে ডুবিয়ে নিন। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে মিডিয়াম আঁচে একে একে মাছগুলো মচমচে করে ভেজে নিন। কিচেন টিস্যুতে তুলে নিন যাতে অতিরিক্ত তেল বেরিয়ে যায়। সস বা কাসুন্দি, আর সঙ্গে পেঁয়াজকুচি-লেবুর স্লাইস দিয়ে পরিবেশন করুন। সন্ধ্যার স্ন্যাকস বা অতিথি আপ্যায়নের জন্য একদম পারফেক্ট!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

চিংড়ি মাছের রেজালা

কী কী লাগবে

বড় চিংড়ি ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টি (বড়, পাতলা করে কাটা), আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, দই ১/২ কাপ (ফেটানো), কাজু ও পোস্তবাটা ২ টেবিল চামচ, ছোট এলাচ ৪টি, দারচিনি ১টি স্টিক, লবঙ্গ ৩-৪টি, তেজপাতা ১টি, দুধ ১/৪ কাপ, কেওড়া জল ১ চা-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ (ঐচ্ছিক), ঘি ২ টেবিল চামচ, Shalimar's Mustard তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচালঙ্কা ৪-৫টি (ফাটানো)

কীভাবে বানাবেন

চিংড়িগুলোতে সামান্য নুন ও হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। কড়াইয়ে সাদা তেল ও ঘি গরম করে তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজ দিয়ে ভাজুন যতক্ষণ-না লালচে হয়ে আসে। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে এলে আদা ও রসুন বাটা দিন। ভালো করে কষান। তারপর দই, কাজু-পোস্ত বাটা দিয়ে নেড়ে নিন। সামান্য জল দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা কষান। মশলা কষা হয়ে গেলে দুধ দিন, লবণ ও চিনি মিশিয়ে দিন। এরপর ভাজা চিংড়ি মাছগুলো দিন। ঢেকে দিন ৫ মিনিট। কাঁচালঙ্কা ও কেওড়া জল দিয়ে নামানোর আগে ২-৩ মিনিট ঢেকে রেখে দিন। গরম ভাত বা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন এই সুগন্ধি, নরম স্বাদের চিংড়ি রেজালা। অতিথি আপ্যায়নে বা উৎসবের দিনে একদম পারফেক্ট!

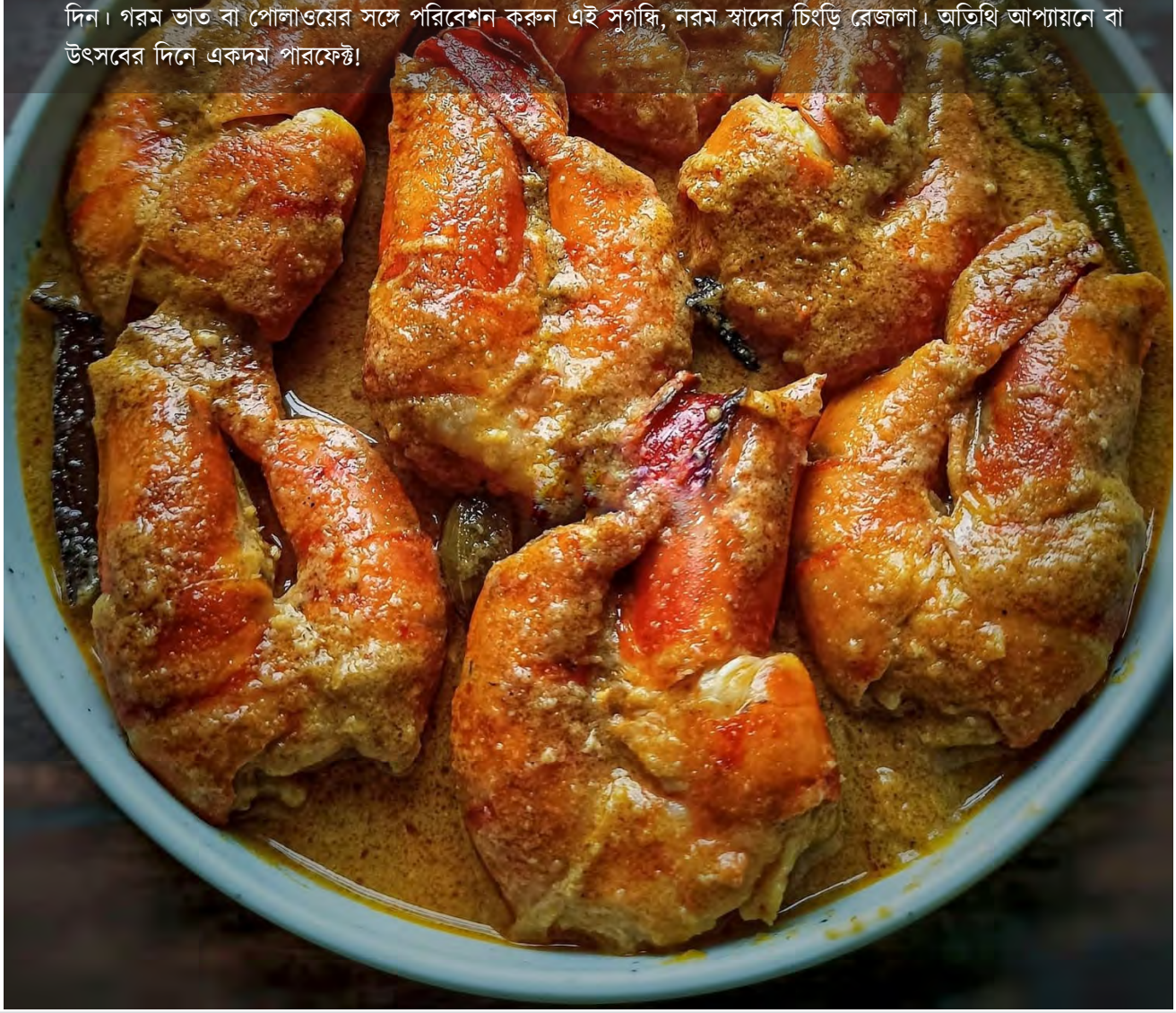

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকাশ ৮
বাংলার নিজের চ্যানেল
একই স্বাদ
আরও কাছের ঠিকানায়!
রাঁধুনী এখন
platform 8
অ্যাপেও!

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

পায়েল মিশ্র

চিংড়ি গাটি কচুর রসা

কী কী লাগবে

সর্ষের তেল, কালোজিরা, চেরা কাঁচালঙ্কা, নুন হলুদ গুঁড়ো মাখানো চিংড়ি মাছ, সেদ্ধ করা গাটি কচু, নুন, চিনি, হলুদ গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে সরষের তেলে গরম করে কালোজিরা, কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে নুন, হলুদ গুঁড়ো মাখানো চিংড়ি মাছ, সেদ্ধ করা গাটি কচু, নুন, চিনি, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে নেড়েচেড়ে অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিন। কিছুক্ষণ পর ঢাকা খুলে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

শবরী দত্ত

ইলিশ কোরমা

কী কী লাগবে

ইলিশ মাছ, নুন, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দুধে ভেজানো আমন্ড, বেরেস্তা, কাঁচালঙ্কা, চারমগজ বাটা, সর্ষের তেল, ঘি, পেঁয়াজ কুচি, দুধ, বেরেস্তা, গোটা কাঁচালঙ্কা

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে একটা বোলে ইলিশ মাছ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দুধে ভেজানো আমন্ড, টক দই, বেরেস্তা, কাঁচালঙ্কা, চারমগজ বাটা দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে সরষের তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে বাটা মসলা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর নুন দিয়ে, ম্যারিনেট করা মাছগুলো দিয়ে, দুধ, বেরেস্তা, গোটা কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ইলিশ কোরমা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

অলিভিয়া দাস

আম পোড়া মুরগি

কী কী লাগবে

চিকেন, নুন, আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, পোড়ানো কাঁচা আমের পাল্প, সরষের তেল, গোটা জিরে, গোটা কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা বাটা, পুদিনা পাতা বাটা, কাঁচালঙ্কা, চিনি, নুন

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে একটা পাত্রে চিকেন নিয়ে তাতে নুন, আদাবাটা, পেঁয়াজ বাটা, পুড়িয়ে বের করা কাঁচা আমের ক্বাথ, দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে সাদা জিরে, গোটা কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি ও ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে নেড়েচেড়ে ধনেপাতা বাটা, পুদিনা পাতা বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, চিনি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর নুন, পুদিনা পাতা বাটা, আমের কাথ্ব আবারো দিয়ে ঢেকে নিতে হবে। নামিয়ে কুচানো কাঁচা আম দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন আম পোড়া মুরগি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

উজ্জ্বলা রায়

ভুনা খিচুড়ি

কী কী লাগবে

সরষের তেল, ঘি, গোটা শুকনো লঙ্কা, চেরা কাঁচালঙ্কা, তেজপাতা, গোটা জিরে, পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুন বাটা, জিরা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, গরম মসলা গুঁড়ো, চিনি, নুন, মাটন, জয়িত্রী, গোটা গরম মসলা, টমেটো কুচি, মুগ ডাল ভেজানো, গোবিন্দভোগ চাল ভেজানো

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে কড়াইতে সরষের তেল ও ঘি গরম করে গোটা শুকনো লঙ্কা, চেরা কাঁচা লঙ্কা, তেজপাতা, গোটা জিরে ফোড়ন দিতে হবে। তারপর পেঁয়াজকুচি একটু ভাজা ভাজা করে নিয়ে আদা রসুন বাটা, জিরা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, গরম মসলা গুঁড়ো, চিনি, নুন দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিতে হবে। মাটন দিয়ে কষিয়ে নিয়ে অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এবার একটা কড়াইতে সরষের তেল ও ঘি গরম করে জয়িত্রী, গোটা গরম মসলা, টমেটো কুচি দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নুন, ভেজানো মুগ ডাল, ভেজানো গোবিন্দ ভোগ চাল ও গ্রেভি সমেত ঢেকে রান্না হতে দিন। সব সেদ্ধ হয়ে ঝরঝরে হলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ভুনা খিচুড়ি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com